খসড়া

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-১৯)

রূপময় বাংলাদেশ

খসড়া

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

সরকারি পর্যটন সংস্থা

www.parjatan.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটি

১. জনাব মোঃ জাকির হোসেন সিকদার, মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা), বাপক - আহ্বায়ক

২. জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (পিটিএস), বাপক - সদস্য

৩. শাহ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাপক - সদস্য

৪. জনাব মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদার, ব্যবস্থাপক (বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ), বাপক - সদস্য

৫. জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (পূর্ত/ আইসিটি), বাপক - সদস্য

৬. জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব), বাপক - সদস্য

৭. জনাব রাকিবুল হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), এনএইচটিটিআই, বাপক - সদস্য

৮. জনাব মোঃ আবুল হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), ডিএফও, বাপক - সদস্য

৯. জনাব মোঃ আব্দুছ ছামী, সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, প্রশাসন বিভাগ, বাপক - সদস্য

১০. জনাব আ.ন.ম মোস্তাদুদ দস্তগীর, ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), বাপক - সদস্য সচিব

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১. উপক্রমণিকা	০৫
২. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন - এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৬
৩. বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম ঃ	
(১) প্রশাসন বিভাগ	০৭-০৮
(২) তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ শাখা	০৯
(৩) বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ বিভাগ	১০-১৫
(৪) বাণিজ্যিক বিভাগ	১৬-২৮
(৫) পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পরিসংখ্যান বিভাগ	২৯-৩১
(৬) পূর্ত বিভাগ	৩২
(৭) অর্থ ও হিসাব বিভাগ	৩৩-৩৭
(৮) ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্	৩৮-৪১
(৯) ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৪২-৪৪
পরিশিষ্ট - ক	৪৫-৪৬
পরিশিষ্ট - খ (অডিট আপত্তি)	৪৭
(১০) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৪৮

উপক্রমণিকা

--(প্রক্রিয়াধীন)--

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং -১৪৩ এর অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পর্যটন সংস্থা 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আলোকবর্তিকা হিসেবে পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের অনুপম পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সর্বদাই চেষ্টা করে আসছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর অধীনে দেশব্যাপী ৪৪টি বাণিজ্যিক স্থাপনা রয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ইউনিটের সংখ্যা ২৯টি এবং অবশিষ্ট ১৫টি ইউনিট লিজভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। উল্লিখিত ৪৪টি ইউনিটের বিবরণ অত্র প্রতিবেদনের বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মকান্ডে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সংস্থার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন ও সর্বপ্রকার ভাতা বাপক-এর নিজস্ব আয় থেকে নির্বাহ করা হয়।

পরিচালনা পর্ষদ

০১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ০৩ (তিন) জন পরিচালক-এর সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সংস্থা পরিচালিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর নির্ধারিত কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সংস্থায় নিম্নোক্ত বিভাগ ও শাখা রয়েছে ঃ

১. প্রশাসন বিভাগ;
২. বিক্রয় উন্নয়ন ও জনসংযোগ বিভাগ;
৩. বাণিজ্যিক বিভাগ;
৪. পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পরিসংখ্যান বিভাগ;
৫. অর্থ ও হিসাব বিভাগ;
৬. এস্টেট বিভাগ;
৭. পূর্ত বিভাগ;
৮. তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি শাখা।

রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যের দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

১. বাপক-কে একটি উন্নত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে গড়ে তোলা যা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সুবিধাদি প্রণয়নে নিয়ন্ত্রিত/সহজতর করবে;
২. আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন ও অন্যান্য সুবিধাদি গড়ে তোলা এবং তা রক্ষা করা;
৩. সহজ গমনাগমনের জন্য বাস্তব অবকাঠামো যেমন, সড়কপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও নৌপথ তৈরীতে সরকারকে সম্প্রীতি করা এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা;
৪. পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৫. পর্যটকদের জন্য ভিসা ও ইমিগ্রেশন পদ্ধতি সহজতর করার উদ্যোগ গ্রহণ;
৬. আর্থিক স্বচ্ছলতা ও ক্ষমতায়ন করার জন্য নারী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ;
৭. প্রকৃতি ও নৃতাত্ত্বিকভিত্তিক ইকো-ট্যুরিজমকে উন্নয়ন করা;
৮. পর্যটন কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিশোধন বিবরণী, নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিকরণ;
৯. দেশে-বিদেশে পর্যটন উপাদানসমূহের বিপণন বৃদ্ধিকরণ;
১০. পর্যটন শিল্পে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা;
১১. পর্যটন শিল্পে শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি যৌথ ব্যবস্থাপনা গঠন করা;
১২. পর্যটন শিল্পে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় সম্পর্কের উন্নয়ন ও তা রক্ষা করা;
১৩. পর্যটন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ বেসরকারিকরণ।

প্রশাসন বিভাগ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর প্রশাসন বিভাগ মূলত সংস্থার নিয়োগ, বদলী, পুরস্কার, শাস্তি এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ করে থাকে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পর্যটকদের মানসম্মত সেবা প্রদান;
- দেশে ও বিদেশে পর্যটন-এর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি, পর্যটন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য সম্পাদন;
- দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি;
- সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ;
- পর্যটন বা এর সহায়ক কাজে নিয়োজিত বা নিয়োজিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, বিদেশের সাথে পর্যটন সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্পাদন;
- পর্যটকদের জন্য হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, রেস্ট-হাউজ, পিকনিক স্পট, ক্যাম্পিং সাইট, থিয়েটার, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার স্কিইং সুবিধা প্রবর্তন এবং পর্যটকদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র অধিগ্রহণ, প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ, আয়োজন, সংস্থান ও পরিচালনা;
- ট্রাভেল এজেন্সি গঠন অথবা দলবদ্ধ ভ্রমণ আয়োজনের জন্য রেলওয়ে, শিপিং কোম্পানি, এয়ারলাইনস, জলপথ ও সড়ক পরিবহনের এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা।

সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় ১৩৭২ পদবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন দেয়া হয়। অতঃপর ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জন্য ২২৮টি এবং বাণিজ্যিক ইউনিটের জন্য ৪৩১টি পদসহ মোট (২২৮+৪৩১) = ৬৫৯ পদবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক এনাম কমিটির অতিরিক্ত আরো ৩২টি পদ অনুমোদন করা হয়। ফলে মোট অনুমোদিত পদ (২২৮+৪৩১+৩২) = ৬৯১। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে বিভিন্ন পদে ৪৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। সম্প্রতি বিভাগীয় শহরে পর্যটন উন্নয়ন ও গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য ৪৮ টি নতুন পদসহ বাণিজ্যিক ইউনিটের ১৪২৭ পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাপকের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা অনুসরণপূর্বক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দায়েরকৃত ০৭ টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- বাপকে আগত বিভিন্ন অতিথিগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে;
- সমাজ কল্যাণ খাত হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩,৪৯,০০০/- টাকা কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিডিএস (এইচ আর মডিউল) প্রস্তুতকরণ;
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাপক-এর পিআরএল গমণকারী ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে পিআরএল গমণের অনুমতিসহ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ;
- বাপক-এর সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

- কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ/মেলা/সেমিনার-এ অংশ গ্রহণের তথ্য হালনাগাদকরণ;
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৭ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পেনশন বাবদ ৬৮৪.৮৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে;

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:

সরকার ২০১২ সালে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প হল: 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য হল: 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়।

ইনোভেশন:

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়। ইনোভেশন টিম সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক চিহ্নিত করে তাঁদের প্রণোদনা প্রদানসহ উদ্ভাবনী আইডিয়া শোকেসিং এবং পাইলটিং এর প্রক্রিয়া চলমান।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS):

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও দূর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতি মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System-GRS) বিষয়ে ডাটাবেজ প্রস্তুতকরত: এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিমাসে রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে আগত অতিথিদের অভিযোগ/অনুযোগ/পরামর্শ/মন্তব্য এবং জনসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিশ্রুতি সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সেবা ও পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তুষ্টি বা সংক্ষুদ্ধতা থেকে অভিযোগের প্রতিকার বিষয়ে সেবাবক্স স্থাপনসহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রশাসন বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter):

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) হল নাগরিক এবং সেবাদাতাদের মধ্যকার একটি চুক্তি (Agreement) যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া, সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি বৃদ্ধি। নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির কার্যকর প্রচলনের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের 'সিটিজেন্স চার্টার-এর ফরম্যাট চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা কর্তৃক নতুনভাবে প্রণীত এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুমোদিত ফরম্যাট অনুযায়ী প্রস্তুতপূর্বক সংস্থার ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ শাখা

তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ শাখা কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রধান কার্যালয়, ডিএফও, এনএইচটিটিআই এবং হোটেল অবকাশে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক হাজিরা বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- 'পর্যটন.বাংলা' নামক সংস্থার নিজস্ব ডোমেইন চালু করা হয়েছে;
- বাণিজ্যিক ইউনিটে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে;
- বাণিজ্যিক ইউনিটে সফ্টমিউজিক সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে;
- ই-নথির লাইভ সার্ভারের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়, ডিএফও, এনএইচটিটিআই ও হোটেল অবকাশ এর সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;
- সংস্থার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সরকারি ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- অনলাইন রিজার্ভেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে;
- এনএইচটিটিআই-এর অনলাইন ভর্তি আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ চালুকরা হয়েছে;
- বাপক এর সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সেবা ক্রয় পদ্ধতির প্রবর্তন;
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের জন্য নিজস্ব QR Code প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে একজন মোবাইল ব্যবহারকারী অতি সহজেই কোডটি স্ক্যান করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন;
- প্রধান কার্যালয়সহ বাপক কর্তৃক পরিচালিত হোটেল/মোটেলসমূহে ইআরপি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে;
- সংস্থার মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অটোমেশনের আওতায় আনয়ন করা হয়েছে;

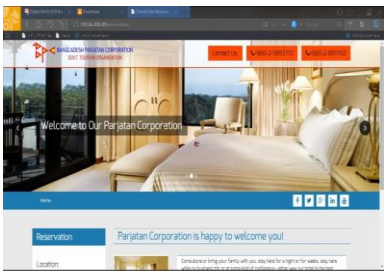

অনলাইন রিজার্ভেশন পদ্ধতি

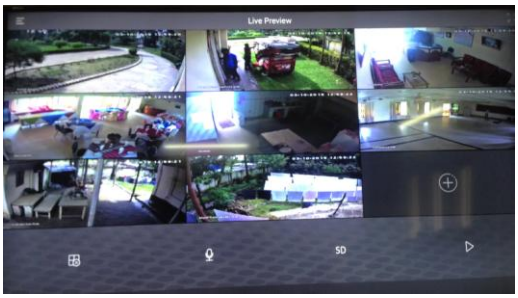

সিসি ক্যামেরা

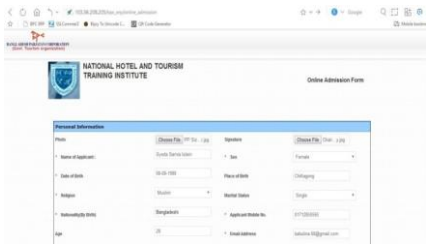

এনএইচটিটিআই-এর অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া

QR Code

'পর্যটন. বাংলা' ডোমেইন

জনসংযোগ ও বিক্রয় উন্নয়ন বিভাগ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জনসংযোগ শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম :

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০৩০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে পর্যটন করপোরেশন দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশি-বিদেশি পর্যটক ও অতিথিগণকে দেশের পর্যটন সংক্রান্ত ভ্রমণ গন্তব্যের বিষয়ে জনসংযোগ বিভাগ হতে তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। বিভিন্ন দূতাবাসসমূহে বাংলাদেশের পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী প্রতিনিয়তই প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর নির্মিত ডক্যুমেন্টরীসহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের তথ্যসংবলিত স্মরণিকা, পোষ্টার, ব্রোশিওর এবং অন্যান্য প্রকাশনা সামগ্রী বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রচারণামূলক কার্যক্রমের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ :

বাংলাদেশ ট্রাভল এন্ড ট্যুরিজম ফেয়ার ২০১৯ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত (১৮-২০ এপ্রিল ২০১৯) মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পক্ষ থেকে ইংরেজি নববর্ষ ২০১৯-এর শুভেচ্ছা।

এনএইচটিটিআই, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর উদ্যোগে (২৩ - ২৪ জানুয়ারি ২০১৯) বাংলাদেশ সচিবালয়ের পর্যটন রেস্তোরাঁয় আয়োজিত হয়েছে পিঠা উৎসব।

০৪ থেকে ০৬ অক্টোবর ১৮ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, আগারগাঁও এ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৮ম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা (BITF)-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শীর্ষক উন্নয়ন মেলায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্যাভিলিয়নে (০৪-০৬ অক্টোবর '১৮) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে।

Food & Hospitality Bangladesh Expo-2019 উপলক্ষ্যে (১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯) আয়োজিত মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৯ উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে বই মেলায় (১৭ - ১৯ মার্চ ২০১৯) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর অংশগ্রহণ।

০৬ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশের কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

ফুড এন্ড বেভারেজে বৈচিত্রতা আনায়নসহ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে সম্পাদিত হয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ জাতীয় স্মৃতিশৌধ প্রাঙ্গণে বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন উন্নয়ন শীর্ষক' সেমিনার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর সম্মানিত চেয়ারম্যান।

পর্যটন সপ্তাহ উপলক্ষে ৩০ এপ্রিল - ০৬ মে ২০১৯ কক্সবাজারস্থ বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সহযোগীতায় সুগন্ধা বীচ থেকে লাবনী বীচ পর্যন্ত ক্লিনিং কর্মসূচী।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এস.ডি.জি) অর্জনে পর্যটন শিল্প: চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায় এর উপর ১২ জুন ২০১৯ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: মোকাম্মেল হোসেন প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সকল বিভাগের পর্যটন আকর্ষণের উপর প্রকাশের ধারাবাহিকতায় রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের উপর পর্যটন আকর্ষণ বই প্রকাশের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগ, সিলেট বিভাগ, বরিশাল বিভাগ এবং খুলনা বিভাগের বই প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যান্য তথ্য :

- নতুন আঙ্গিকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অত্র সংস্থার বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশনের মাধ্যমে Explore the culture & Heritage of Bangladesh শীর্ষক Visit Bangladesh ব্রোশিওর মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত মেলায় দর্শনার্থীদের মধ্যে শুভেচ্ছাস্বরূপ বিতরণ করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর-এর উপর তথ্যভিত্তিক প্রচারণামূলক ব্রোশিওর বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রকাশ করে এবং তা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- অফরোড বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে অনলাইন ভিত্তিক মাসিক The Travelogue মুদ্রণ ও প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।
- জাপানী ভাষার আর্কিওলজিক্যাল সাইট, কক্সবাজার ও সুন্দরবনের ব্রোশিওর-এর অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট পর্যটন সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, যশোরসহ দেশের ৩ তারকা, ৪ তারকা, ৫ তারকা মানের হোটেলে পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী প্রেরণ।
- মধুকবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মাইকেল মধুসুদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত সাগরদাড়িতে মধুমেলায় অংশগ্রহণ এবং পর্যটকদের মাঝে পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী বিতরণ ।
- পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে এবং বাণিজ্যিক প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রয়াসে পর্যটন মোটেল-চট্টগ্রাম এর উপর একটি ব্রোশিওর মুদ্রণ করা হয়েছে।
- পর্যটন প্রচারণার অংশ হিসেবে এবং বাপক এর হোটেল মোটেল এর প্রচারণার জন্য বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং স্মরণিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে।
- ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ ও সেমিনারের আয়োজন ।
- ভিজিট বাংলাদেশ উপলক্ষে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার প্রয়াসে ‘হৃদয়ের রংধনু-Life in Rainbow নামক ১০ (দশ) মিনিটের একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
- বাংলাদেশ সেনা বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন শান্তি মিশনসমূহে পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী প্রতিনিয়তই প্রেরণ করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম ফেয়ার এবং বাংলাদেশ ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম ফেয়ারসহ অন্যান্য প্রদর্শনীয় মেলায় প্রয়োজনীয় প্রচার সামগ্রী সৌজন্যমূলক প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এর তত্ত্বাবধান করা হয়।
- বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও যথাসময়ে সংস্থায় আয়োজিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ও খবর প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।
- বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ পর্যটন তথ্যকেন্দ্রের সেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক বিভাগ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- সকল প্রকার পর্যটকদের সুবিধা প্রদানের জন্য চট্টগ্রামস্থ হোটেল সৈকতের ২০টি এসি রুমকে নন এসি রুমে রূপান্তর করা হয়েছে।
- সংস্থার সকল বাণিজ্যিক ইউনিটে অতিথি/পর্যটকদের সাথে আগত শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য কিডস্ জোন স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়া ইউনিটে কিড্স জোন স্থাপন করা হয়েছে।
- সংস্থার হোটেল পশুর, মংলা এবং হোটেল সৈকত, চট্টগ্রামে মানি এক্সচেঞ্জ সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে।

ক) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের বর্ণনা :

(১) হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা :

জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই)-এর একটি এ্যাপ্লিকেশন হোটেল হিসেবে হোটেল অবকাশ প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ৩৪ কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটিতে ২১টি এসি ডিলাক্স ও ১৩টি স্টান্ডার্ড এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ (মালঞ্চ রেস্তোরাঁ), ১৫০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি ব্যাঙ্কুয়েট হল, ৪০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি কনফারেন্স হল, ২০ আসনবিশিষ্ট একটি কফি সপ ও একটি পেস্ট্রি এন্ড বেকারী শপ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। হোটেলটি আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

সুবিধাদি		কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতিটি)
রয়েল স্যুট		০১	০১	টাঃ ১০,০০০.০০
ব্রাইডাল রুম		০১	০১	টাঃ ৬,০০০.০০
ডিলাক্স এসি কুইন রুম		০২	০২	টাঃ ৬,০০০.০০
এসি টুইন ডিলাক্স		১৪	২৮	টাঃ ৫,০০০.০০
এসি টুইন স্ট্যান্ডার্ড		১৩	২৬	টাঃ ৪,০০০.০০
এসি কনফারেন্স হল -(আসন ৪০ জন)	পূর্ণদিবস	২২	৪৪	টাঃ ১৫,০০০.০০
	অর্ধদিবস	১৩	২৬	টাঃ ১০,০০০.০০
ব্যাঙ্কুয়েট হলঃ (২৫০ জন)	পূর্ণদিবস			টাঃ ২৫,০০০.০০
	অর্ধদিবস			টাঃ ১৮,০০০.০০
কফি সপ (প্রতি ৪ ঘন্টা শুধুমাত্র মিটিং)				টাঃ ২,৫০০.০০

(২) ভ্রমণ ও রেন্ট-এ-কার ইউনিট, ঢাকা ঃ

দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পর্যটন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে এ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ইউনিটটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রেন্ট-এ-কার সার্ভিস এক সময় এ ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পর্যটন বর্ষ ২০১৬-এর কাজের আওতায় গত ০৪.০২.২০১৮ তারিখে এ ইউনিটের জন্য বাপক কর্তৃপক্ষ ৪টি অত্যাধুনিক কোস্টার ও ৪টি হায়েস মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে যা বর্তমানে এই ইউনিটের অধীনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা হচ্ছে। গাড়িসমূহ দেশি-বিদেশি

পর্যটকদের পরিবহন কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই ইউনিট এর অধীনে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের বিনোদনের জন্য চন্দ্রা ও সালনায় ০২টি পিকনিক স্পট রয়েছে, যেখানে সম্প্রতি অত্যাধুনিক রিসোর্ট তৈরীর প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও এই ইউনিটের অধীনে নারায়ণগঞ্জের পাগলায় এমএল শালুক নামক ৫০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্যুরিস্ট জাহাজ ও ০১টি স্পিড বোট আছে।

(৩) জয় রেস্তোরাঁ, নবীনগর, সাভার, ঢাকা :

জাতীয় স্মৃতিসৌধ-এর সম্মুখে ১৯৮৬ সালে দোতলা রেস্তোরাঁটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্মৃতিসৌধ চালু হওয়ার সময় তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এবং মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে রেস্তোরাঁটি পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে প্রদান করা হয়। তখন থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন 'জয় রেস্তোরাঁ' নামকরণ করে এটি পরিচালনা করে আসছে। এখানে রেস্তোরাঁ সুবিধা ছাড়াও ০১টি ফাস্ট ফুড শপ, ০১টি বার-বি-কিউ ও চটপটি শপ চালু রয়েছে। এতে ১২০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট ফাস্টফুড শপ রয়েছে। এছাড়া, ভিআইপি অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য 'বংশী' নামে একটি রেস্টরুম আছে। এছাড়া, এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মৃৎ শিল্প ও এ শিল্পের সাথে জড়িত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত করতে জয় রেস্তোরাঁর পিছনে একটি মৃৎ শিল্প মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে যা স্মৃতিসৌধ দর্শনে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

(৪) পর্যটন মোটেল, বগুড়া :

পর্যটন মোটেল বগুড়া ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট। মানসম্মত এ মোটেলটিতে ২৮টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ০২টি এসি স্যুইট, ২৬টি এসি টুইন/কাপল বেড রয়েছে। মোটেলটিতে ৬০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের ০১টি রেস্তোরাঁ, ৩৫০ আসনবিশিষ্ট এসি কনফারেন্স হল, ৩০ আসনবিশিষ্ট কফি শপ ও ০১টি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ আছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি রয়্যাল স্যুট	০২	০২	টাঃ ৫,৫০০.০০
এসি ডিলাক্স কাপল বেড	০৫	০৫	টাঃ ৩,৫০০.০০
এসি টুইন বেড	২১	৪২	টাঃ ৩,৫০০.০০
ইকোনোমি বেড টুইন	০১	০২	টাঃ ৮০০.০০
ইকোনোমি বেড সিঙ্গেল	০৩	০৩	টাঃ ৫০০.০০
এসি কনফারেন্স হল (আসন ৩৫০) ন্যূনতম ২ ঘন্টা			টাঃ ৩,০০০.০০
পরবর্তী প্রতি ঘন্টা			টাঃ ১,২০০.০০
মিনি কনফারেন্স (আসন ৩০) পূর্ণদিবস			টাঃ ৫,০০০.০০
অর্ধ দিবস (৪ ঘন্টা)			টাঃ ৩,০০০.০০

৫) পর্যটন মোটেল, রাজশাহী :

পদ্মা নদীর তীরে রাজশাহী টেনিস কোর্ট সংলগ্ন ২.০০ একর জায়গার উপর ১৯৭৯ সালে নির্মিত রাজশাহীর তিনতলা পর্যটন মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটেলটিতে ৫০টি কক্ষের মধ্যে ০৫টি ভিআইপি স্যুইট, ০১টি এসি থ্রি বেড, ০৭টি এসি টুইন বেড, ১৩টি এসি কাপল বেড, ২৪টি এসি সিঙ্গেল কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ০৬ শয্যার একটি ইকোনমি কক্ষ আছে। মোটেলটিতে ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল এবং ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ ও একটি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ আছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
ভিআইপি স্যুট রুম	০৫	০৫	টাঃ ৫,৫০০.০০
এসি থ্রি বেড	০২	০৬	টাঃ ৪,০০০.০০
এসি টুইন বেড	১০	২০	টাঃ ৩,২০০.০০
এসি কাপল বেড	০৯	১৮	টাঃ ৩,২০০.০০
এসি সিঙ্গেল বেড	২৩	২৩	টাঃ ২,২০০.০০
ইকোনমি বেড	০১	০৬	টাঃ ৪০০.০০
কনফারেন্স হল - এসি (১০০ আসন) প্রথম ২ ঘন্টা			টাঃ ৩,০০০.০০
পরবর্তী প্রতি ঘন্টা			টাঃ ১,০০০.০০
কনফারেন্স হল - নন এসি (২৫ আসন) পূর্ণ দিবস			টাঃ ২,৫০০.০০
প্রতি ঘন্টা			টাঃ ১,০০০.০০
মিনি কনফারেন্স হল (৫০ আসন) প্রতি ঘন্টা			টাঃ ১,০০০.০০

(৬)

পর্যটন মোটেল, রংপুর :

২.০০ একর জায়গার উপর নির্মিত দুইতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, রংপুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৯০ সালে ৩৪ কক্ষের মোটেলটিতে ০২টি ভিআইপি স্যুইট, ৩২টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি ইকোনমি কক্ষ, ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ এবং ১৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি কনফারেন্স হল রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
ভিআইপি এসি স্যুট	০২	০২	টাঃ ৫,৫০০.০০
এসি ডিলাক্স টুইন বেড	৩২	৬৪	টাঃ ৩,৫০০.০০
ইকোনমি বেড	০৪	০৮	টাঃ ৩০০.০০
এসি কনফারেন্স হল (১৫০ আসন) প্রথম ২ ঘন্টা			টাঃ ৪,০০০.০০
পরবর্তী প্রতি ঘন্টা			টাঃ ১,০০০.০০

(৭)

পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর :

১.১৫ একর জায়গার উপর ১৯৯৮ সালে নির্মিত দ্বিতল ভবনে পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে ৪তলা বিশিষ্ট মোটেলে পরিণত হয়েছে। মোটেলটিতে ক্যাপসুল লিফট্ স্থাপন করা হয়েছে। মোটেলটিতে এসি ডিলাক্স কক্ষ ১২টি, ০৬টি এসি টুইন বেড কক্ষ ও ০২টি নন-এসি ইকোনমি কক্ষ, ৩০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্তোঁরা এবং ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি সম্মেলন কক্ষ রয়েছে। এ ইউনিটের অধীনে কান্তজিউ মন্দির সংলগ্ন রেস্তোরাঁটি চলমান আছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি টুইন কক্ষ	০৬	১২	টাঃ ২,৮০০.০০
এসি ডিলাক্স টুইন বেড	১২	১৯	টাঃ ৩,২০০.০০
ইকোনমি বেড	০২	০৪	টাঃ ১,০০০.০০
প্রতি বেড			টাঃ ৫০০.০০
এসি কনফারেন্স হল (২০০ আসন) পূর্ণ দিবস	-	-	টাঃ ১০,০০০.০০
প্রথম ২ ঘন্টা			টাঃ ৪,০০০.০০

(৮) **হোটেল পশুর, মংলা :**

বাংলাদেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর মংলায় পশুর নদীর তীরে ৩.০০ একর জায়গায় হোটেল পশুর অবস্থিত। জায়গাটি মংলা পোর্ট অথোরিটির নিকট থেকে ৩০ বছরের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। ২০০০ সালে দ্বিতলবিশিষ্ট হোটেল পশুর-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৬ কক্ষের হোটেলটিতে ০৩টি এসি কাপল বেড, ০৬টি এসি টুইন বেড, ০১টি নন-এসি কাপল বেড ও ০৬ টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ আছে। হোটেলটিকে মংলা থেকে সুন্দরবন যাওয়ার গেটওয়ে হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি কাপল বেড	০৯	১৮	টাঃ ২,৮০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	০৭	১৪	টাঃ ১,৮০০.০০

(৯) **হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম :**

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ১.৩৬৭ একর জায়গার উপর ১৯৭৮ সালে মোটেল সৈকতের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। হোটেল সৈকতের মূল ভবনটি পুরাতন হওয়ায় ২০০৩ সালে সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। সেখানে আন্তর্জাতিকমানের একটি হোটেল নির্মাণের কাজ শেষ করে গত ০৩ মে, ২০১৬ তারিখে হোটেল সৈকত-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৫৩ কক্ষের হোটেলটিতে ০১টি ইন্টারন্যাশনাল স্যুইট রুম, ০৭টি এসি স্যুইট রুম, ৬১ টি এসি ডিলাক্স কুইন রুম, ৮৪টি এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন/ কুইন বেড কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৩০০ আসনবিশিষ্ট ০২টি কনফারেন্স হল, ১০০ ও ৫০ আসনবিশিষ্ট দুটি মিনি কনফারেন্স হল, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, জিমনেশিয়াম, লন্ড্রী ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত কার পার্কিং সুবিধা রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
ইন্টারন্যাশনাল স্যুট রুম	০১	০২	টাঃ ১০,০০০.০০
এসি স্যুইট রুম	০৭	১৪	টাঃ ৭,০০০.০০
এসি ডিলাক্স কুইন রুম	৬১	১২২	টাঃ ৩,০০০.০০
এসি স্ট্যান্ডার্ড টুইন/ কুইন	৬২	১২৪	টাঃ ৩,০০০.০০
নন এসি টুইন	২০	৪০	টাঃ ২,৫০০.০০
ব্যাংকোয়েট হল			টাঃ ২৫,০০০.০০
কনফারেন্স হল (হালদা)			টাঃ ১৫,০০০.০০
মিনি কনফারেন্স/মিটিং রুম (সাম্পান)			টাঃ ১০,০০০.০০

(১০) **পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি :**

২৮.৩২ একর জায়গার উপর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে একটি দ্বিতল মোটেলে ১৯৭৮ সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। মোটেলটিতে ১৯টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ১২টি এসি টুইন বেড ও ০৭টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ এবং ০৪ টি কটেজ রয়েছে। এছাড়া মোটেল চত্বরে ০২টি আকর্ষণীয় ট্রাইবাল কটেজ নির্মাণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে নতুন ভবন নির্মাণ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। নির্মিত ভবনে ৪৯টি কক্ষ রয়েছে যার মধ্যে ০২টি এসি স্যুইট রুম, ১৪টি এসি টুইন বেড, ০৬টি এসি কাপল বেড ও ২৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ। তাছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ০১টি ফাস্ট ফুড কর্ণার, কনফারেন্স হল, ০২টি ট্যুরিস্ট রিক্যুইজিট শপ ও নৌযান ঘাট রয়েছে। চিত্তাকর্ষণের জন্য লেকের উপর দুটি পাহাড়ের সংযোগস্থলে ০১টি ঝুলন্ত ব্রীজ রয়েছে যা কমপ্লেক্সের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। এছাড়াও অতিথিদের লেকে ভ্রমণের জন্যে ১৬ আসন বিশিষ্ট ০২টি ইঞ্জিন বোট প্রতি দিনের জন্য ২,৪০০.০০ টাকা ভাড়ায় পরিচালনা করা হয়। এছাড়া আধুনিক মান সম্পন্ন একটি বার রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
নতুন ভবন			
স্যুট রুম কাপল বেড/ টুইন	০১		টাঃ ৬,০০০.০০
এসি টুইন বেড	১৩	২৬	টাঃ ৩,২০০.০০
এসি কাপল বেড	১২	২৪	টাঃ ২,৫০০.০০
ননএসি ডিলাক্স কাপল টুইন বেড	১১	২২	টাঃ ২,১০০.০০
এসি কাপল টুইন বেড	১২	২৪	টাঃ ২,৫০০.০০
ননএসি কাপল টুইন বেড	০৭	১৪	টাঃ ১,৬০০.০০
ডরমেটরি প্রতি বেড	০১	০৬	টাঃ ৪০০.০০
ট্রাইবাল হানিমুন কটেজ-১ নন-এসি (টুইন বেড, ১ ডাবল বেড) পূর্ণ কটেজ	-	-	টাঃ ২,১০০.০০
ট্রাইবাল হানিমুন কটেজ-২ এসি (টুইন বেড, ১ ডাবল বেড) পূর্ণ কটেজ	-	-	টাঃ ৩,০০০.০০
এসি ডিলাক্স বাথটাবসহ (নিরালা) ০২ টুইন বেড, ০২ কাপল বেড	০৪	০৬	টাঃ ৩,০০০.০০
এসি টুইন বেড (নিঝুম) ০২ টুইন বেড, ০২ কাপল বেড	০৪	০৬	টাঃ ৩,০০০.০০
নন-এসি (নিভৃতি) ০২ টুইন বেড, ০১ কাপল বেড	০৩	০৫	টাঃ ১,৬০০.০০
নন-এসি (নিলয়) ০২ টুইন বেড, ০২ কাপল বেড	০২	০৩	টাঃ ১,৬০০.০০
অডিটরিয়াম (২০০ আসন) পূর্ণ দিবস			টাঃ ১২,০০০.০০
পুরাতন ভবন			
এসি টুইন বেড	০৯	১৮	টাঃ ২,৫০০.০০
এসি কাপল বেড	০৩	০৩	টাঃ ২,৫০০.০০
ননএসি টুইন বেড	০৬	১২	টাঃ ১,২০০.০০
ড্রাইভার বেড	০১	০৬	টাঃ ৪০০.০০

(১১) পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ি :

৬.৫০ একর জায়গার উপর ২০০৩ সালে নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, খাগড়াছড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। খাগড়াছড়ি শহরের প্রবেশ মুখে চেঙ্গী নদীর তীরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। মোটেলটিতে ২৫টি কক্ষের মধ্যে ০১টি এসি স্যুইট, ০৮টি এসি টুইন বেড ও ১৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি স্যুট রুম (কাপল বেড)	০১	০১	টাঃ ৪,০০০.০০
এসি টুইন বেড	০৮	১৬	টাঃ ৩,০০০.০০
নন এসি টুইন বেড	১৬	৩২	টাঃ ১,৬০০.০০
ইকোনমি বেড	০১	০৩	টাঃ ৩০০.০০
কনফারেন্স হল (১০০ আসন) পূর্ণ দিবস			টাঃ ৪,০০০.০০
অর্ধ দিবস			টাঃ ২,৫০০.০০

(১২) পর্যটন মোটেল বান্দরবান :

৭.০০ একর জায়গার উপর নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল, বান্দরবান বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০০৩ সালে শহরের প্রবেশমুখে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রের সম্মুখে মোটেল বান্দরবান অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মোটেলটিতে ২৬টি কক্ষের মধ্যে ০৬টি এসি ডিলাক্স, ০৮টি এসি টুইন বেড ও ১২টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি রয়েল স্যুইট	০১	০২	টাঃ ৫,৪০০.০০
এসি ডিলাক্স (কাপল বেড)	০১	০২	টাঃ ৩,০০০.০০
এসি টুইন বেড	০৮	১৬	টাঃ ২,৪০০.০০
নন এসি টুইন বেড	১৫	৩০	টাঃ ১,৫০০.০০
ইকোনমি বেড	০১	১০	টাঃ ৪০০.০০
কনফারেন্স হল (১০০ আসন) পূর্ণ দিবস			টাঃ ১২,৫০০.০০
অর্ধ দিবস (প্রতি ৬ ঘন্টা)			টাঃ ৯,০০০.০০

১৩) মোটেল উপল, কক্সবাজার :

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৫.১০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট 'পর্যটন মোটেল উপল'এর ভবন ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট হতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ১৮টি এসি টুইন বেড, ২০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ০১টি ডরমিটরী কক্ষ ও ০১টি ৫০ আসনের রেস্তোরাঁও রয়েছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি লাক্সারী কটেজ আছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিমান-এর কক্সবাজারস্থ অফিস এবং ০১টি ট্রাভেল এজেন্সীর অফিস এ মোটেলে অবস্থিত।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি কাপল বেড/ টুইন বেড	১৮	৩৬	টাঃ ২,০০০.০০
নন-এসি কাপল বেড/ টুইন বেড	২০	৪০	টাঃ ১,৫০০.০০
ডরমিটরী বেড (০৫ জনের)	০১	০৫	টাঃ ৫০০.০০

(১৪) মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার :

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৮.২৭ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট **'পর্যটন মোটেল প্রবাল'**এর ভবন ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষের মোটেলটিতে ০৮টি টুইন বেড এসি, ৩০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। মোটেলটিতে বর্তমানে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা তাদের অফিস কাম আবাসিক ব্যবস্থা করার জন্য মাসিক ভাড়ায় গ্রহণ করেছে। এছাড়া, ১২টি ডরমিটরিও ০৯টি ইকোনমি কক্ষ আছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি হানিমুন কটেজ আছে। এখানে ৫০-৬০ আসনবিশিষ্ট নন-এসি কনফারেন্স হল ও ৬২ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে। এছাড়া, প্রবাল ক্যাম্পাসে বিশ্বমানের অ্যাক্রোবেটিক শো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি কাপল বেড/ টুইন বেড	০৪	০৮	টাঃ ২,৫০০.০০
এসি টুইন বেড	০২	০৪	টাঃ ২,৫০০.০০
নন-এসি কাপল বেড/ টুইন বেড	১৭	৩৪	টাঃ ১,৮০০.০০
নন-এসি কাপল বেড	১৩	২৬	টাঃ ১,৮০০.০০
ইকোনমি কক্ষ/ টুইন বেড	০৯	১৮	টাঃ ৫০০.০০
ডরমেটরি (০৮ বেড)			
২০ জন			টাঃ ৪,৫০০.০০
৩০ জন			টাঃ ৬,০০০.০০
৪০ জন			টাঃ ৭,৫০০.০০
৫০ + জন			টাঃ ৯,৫০০.০০

(১৫) মোটেল লাবণী, কক্সবাজার :

মোটেলটি ২.৪৭ একর জায়গার উপর অবস্থিত। এটি সৈকত নিকটবর্তী পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত দৃষ্টি নন্দন একটি মোটেল। এ মোটেলের নামানুসারে লাবণী পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নির্মিত মোটেলটিতে সর্বমোট ৬০টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি এসি কক্ষ, ৪০টি নন এসি কক্ষ রয়েছে। এছাড়া ৮০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল আছে। এছাড়াও ১৯৮১-৮২ সালে লাবণী ইয়ুথ ইন নামে একটি ডরমিটরী নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভবনটি ভেঙ্গে একটি নতুন ভবন তৈরী করা হয়। ভবনটিতে ১৮টি এসি ও ২২টি ডরমিটরি কক্ষ রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি টুইন বেড/ কাপল বেড	২০	৪০	টাঃ ২,০০০.০০
নন এসি কুইন বেড	৪০	৮০	টাঃ ১,৪০০.০০
এসি কাপল বেড	১১	২২	টাঃ ২,৬০০.০০
এসি ভিআইপি কাপল বেড	০১	০২	টাঃ ৩,৪০০.০০
এসি ট্রিপল বেড	০৪	১২	টাঃ ৩,৮০০.০০
এসি ফোর বেড	০১	০৪	টাঃ ৪,৪০০.০০
এসি কানেক্টিং রুম	০১	০৪	টাঃ ৫,৫০০.০০
নন-এসি ডরমেটরি	১২	৪০	টাঃ ৩০০.০০
নন-এসি ইকোনমি	০৫	১০	টাঃ ১,০০০.০০
কনফারেন্স হল (১০০ জন) পূর্ণ দিবস			টাঃ ৭,০০০.০০

(১৬) হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার :

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ২.৮২ একর জায়গার উপর ১৯৮৩ সালে তিনতলা বিশিষ্ট হোটেল শৈবাল নির্মিত হয়। পরবর্তী সরকারি বরাদ্দের মাধ্যমে জায়গার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে মোট জায়গার পারিমাণ ১৩০ একর। ২৪ কক্ষের হোটেলটিতে ০২টি রয়েল এসি স্যুইট কক্ষ, ২০টি এসি টুইন বেডেড ডিলাক্স কক্ষ এবং ০২টি স্ট্যান্ডার্ড কক্ষ রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ কক্ষ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাকে মাসভিত্তিক ভাড়া দেয়া হয়েছে। হোটেলটিতে ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল ও ১৩০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের 'সাগরিকা রেস্তোরাঁ' রয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে গলফ্ বার, হোটেল থেকে সি বিচ পর্যন্ত ওয়াকওয়ে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীন। চিত্ত বিনোদনের জন্য হোটেলের সম্মুখে ঘাট বাঁধানো একটি বিশাল

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি রয়েল স্যুট	০২	০৪	টাঃ ৫,৫০০.০০
এসি টুইন বেড	২০	৪০	টাঃ ৩,৬০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	০২	০৪	টাঃ ২,৩০০.০০
কনফারেন্স হল (পূর্ণ দিবস)	-	-	টাঃ ৭,০০০.০০

(১৭) হোটেল নেটং, টেকনাফ :

কক্সবাজার থেকে ৮৩ কিঃ মিঃ দূরে টেকনাফ উপজেলার নিকটবর্তী একটি নির্জন পরিবেশে কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের ডানপাশে ২.০০ একর জায়গায় হোটেলটির অবস্থান। ২০০০ সালে হোটেল নেটং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫ কক্ষবিশিষ্ট আধুনিক মানের হোটেলটিতে ০১টি স্যুইট, ০৪টি এসি টুইন বেড ও ১০টি নন-এসি টুইন বেডেড কক্ষ রয়েছে। হোটেলটিতে ১৫০ আসনবিশিষ্ট

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি কাপল বেড/ কুইন	০৫	০৫	টাঃ ৩,৫০০.০০
এসি টুইন বেড	০৮	১৬	টাঃ ৩,০০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	১২	২৪	টাঃ ২,৪০০.০০
ড্রাইভার বেড (প্রতি বেড)	০১	০২	টাঃ ৭০০.০০
এসি কনফারেন্স হল (আসন ১০০) পূর্ণ দিবস			টাঃ ৮,০০০.০০
অর্ধ দিবস			টাঃ ৫,০০০.০০

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি স্যুট রুম	০১	০২	টাঃ ৩,৫০০.০০
এসি টুইন বেড	০৪	০৮	টাঃ ২,০০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	১০	২০	টাঃ ১,৪০০.০০

(১৮) পর্যটন মোটেল, সিলেট :

সিলেট শহর থেকে প্রায় ০৭ কিঃ মিঃ দূরে বিমান বন্দর সড়কের বড়শলা নামক জায়গায় সিলেট ক্যাডেট কলেজ ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাঝামাঝি জায়গায় ২৭.০০ একর জমির উপর পর্যটন মোটেল, সিলেট অবস্থিত। ১৯৯৪ সাল থেকে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২৬ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০৫টি এসি কাপল/ কুইন, ১০টি এসি টুইন বেড ও ১৩টি নন-এসি টুইন বেডেড কক্ষ রয়েছে। এখানে ৬০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ এবং ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি কনফারেন্স হল রয়েছে। মোটেলটিতে ০১টি ইকোপার্ক, চিলড্রেন্স মিনি পার্ক ও ০২টি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে।

(১৯) পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা :

১৯৯৭ সালে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ৫.০০ একর জায়গার উপর দ্বিতল ভবনে পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৬ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি এসি ডিলাক্স, ০৪টি এসি টুইন বেড, ০৫টি নন-এসি টুইন বেড ও ০৬টি ইকোনমি কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে। ২.০০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় কুয়াকাটা মোটেলের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ পরিসরে গত ২৫-০২-২০১২ তারিখে নতুন ইয়ুথ ইন্ (২০০ বেডবিশিষ্ট) ও মোটেল (৮০ আসন রেস্তোরাঁ+ ২০০ আসন কনফারেন্স হল + ০৪টি অতিথি কক্ষ) নির্মাণ করা

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
পর্যটন হলিডে হোমস			
এসি ডাবল বেড (ডিলাক্স)	০১	০২	টাঃ ৩,৫০০.০০
এসি টুইন বেড	০৫	১০	টাঃ ৩,৫০০.০০
নন এসি টুইন বেড	০৫	১০	টাঃ ২,০০০.০০
ইকোনমি রুম (প্রতি বেড)	০৬	১২	টাঃ ১,০০০.০০
পর্যটন মোটেল ও ইয়ুথ-ইন			
এসি রয়েল ডিলাক্স	০১	০১	টাঃ ৫,৫০০.০০
এসি টুইন বেড	০৬	১২	টাঃ ৩,৫০০.০০
এসি কাপল বেড	০১	০১	টাঃ ৩,৫০০.০০
নন-এসি কাপল বেড	০৪	০৪	টাঃ ২,০০০.০০
নন-এসি ফোর বেড	৩৬	১৪৪	টাঃ ৪,০০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	১৩	২৬	টাঃ ২,০০০.০০
কনফারেন্স হল (১০০ আসন পূর্ণ দিবস)	-	-	টাঃ ১০,০০০.০০
কনফারেন্স হল (অর্ধ দিবস)	-	-	টাঃ ৬,০০০.০০
মিনি কনফারেন্স হল	-	-	টাঃ ৫,০০০.০০

(২০) হোটেল মধুমতি, টুঙ্গীপাড়া :

২০০১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান ও সমাধিস্থল গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় ১.৫০ একর জমির উপর দ্বিতল ভবনে হোটেল মধুমতির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২২ কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটিতে ০৪টি এসি টুইন বেড, ০৫টি নন-এসি টুইন বেডেড কক্ষ ও ০৪ শয্যাবিশিষ্ট ১৩টি ডরমিটরী কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি টুইন বেড	০৪	০৮	টাঃ ১,৫০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	০৫	১০	টাঃ ১,০০০.০০
ডরমেটরি (প্রতি রুমে ৪ বেড)	১৩	৫২	টাঃ ৪০০.০০

(২১) পর্যটন মোটেল, বেনাপোল :

যশোর-বেনাপোল সড়কে বেনাপোল স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্টের ২.২৫ কিঃ মিঃ অগ্রভাগে পর্যটন মোটেল, বেনাপোল-এর অবস্থান। মোটেলটি ২০০৩ সালে ১.০০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট ভবনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ২০ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি স্যুইট, ০৬টি এসি টুইন বেড, ১০টি নন-এসি টুইন বেড ও ০৪ শয্যাবিশিষ্ট ০৩টি ডরমিটরি রুম রয়েছে। এছাড়া, ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ, ২৫ আসন বিশিষ্ট নন-এসি কনফারেন্স হল ও পর্যাপ্ত ওয়াশ রুম রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া
এসি স্যুট রুম	০১	০১	টাঃ ৩,৮০০.০০
এসি টুইন বেড	০৬	১২	টাঃ ২,২০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	১০	২০	টাঃ ১,৫০০.০০
ডরমেটরি (প্রতি কক্ষে ৪ বেড)	০৩	১২	টাঃ ৩০০.০০
কনফারেন্স হল - (আসন সংখ্যা ৫০ জন) প্রথম তিন ঘন্টা			টাঃ ৩,০০০.০০
পরবর্তী প্রতি ঘন্টা			টাঃ ৫০০.০০

(২২) পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি :

বাংলা সনেট প্রবক্তা মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত যশোরের সাগরদাঁড়িতে ২০০৩ সালে ০.৫০ একর জমির উপর পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। কমপ্লেক্সটিতে ০২টি আবাসিক কক্ষ ও ২৫ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ঋাড়া
নন-এসি টুইন বেড	০২	০৪	টাঃ ৬৯০.০০

(২৩) পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর :

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে ০২ একর জমির উপর মোটেলটি অবস্থিত। মোটেলটিতে মোট ১২টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে এসি টুইন বেডেড স্যুইট কক্ষ-০২টি, এসি টুইন বেডেড কক্ষ-০৪টি, নন-এসি টুইন বেডেড কক্ষ-০৬টি। তাছাড়া, ৬০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি স্যুট রুম	০২	০২	টাঃ ২,৩০০.০০
এসি ডিলাক্স কক্ষ	০৪	০৮	টাঃ ১,৪০০.০০
নন-এসি	০৬	১২	টাঃ ৭০০.০০
সম্মেলন কক্ষ/রেস্তোরাঁ (৬০ আসনবিশিষ্ট) পূর্ণ দিবস			টাঃ ৬,০০০.০০
অর্ধদিবস			টাঃ ৩,০০০.০০

(২৪) পর্যটন রেস্তোরাঁ মাধবকুন্ড, মৌলভীবাজার

রেস্তোরাঁটি মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের অতি সন্নিকটে ২০০০ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে রেস্তোরাঁটি সংস্থার সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হলেও দুই দফায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। ইউনিটটি মাধবকুন্ড জলপ্রপাত পরিদর্শনে আসা দেশি বিদেশী পর্যটকদের চাহিদামাফিক খাবার সরবরাহ করে যাচ্ছে। বর্তমানে রেস্তোরাঁটি সংস্থার সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

(২৫) সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়া

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়াটি মাননীয় সাংসদ, মন্ত্রী এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন 'সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়াটি' পরিচালনার জন্য গত ২০ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের ৩য় তলায় এবং ভিআইপিদের জন্য ১৬০ আসন এবং ৯ম তলায় সুপ্রশস্ত কিচেনসহ ৫৮ আসন বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথি ও সংসদ সচিবালয়ের স্টাফদের জন্য স্টাফ ক্যাফেটেরিয়া চালু আছে।

(২৬) সচিবালয় এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া

২০১০ সালে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬নং ভবনের নীচতলায় পশ্চিম পাশে ফাঁকা জায়গায় ছো পরিসরে 'এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া' নামে পরিচালনার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে আহবান জানানো হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের মে মাসে কেবিনেট মিটিং-এ এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া হতে খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কিচেনের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ক্যাফেটেরিয়াতে ১৩৫০ বর্গফুট আয়তনের ৫০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ রয়েছে। ক্যাবিনেট মিটিংসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মাফিক খাবার এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া, বাংলাদেশ সচিবালয়ে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এই ক্যাফেটেরিয়া থেকে দুপুরের আহার করে থাকেন।

(২৭) পর্যটন মোটেল জাফলং, সিলেট

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং গুচ্ছ গ্রাম মেইন রোডের পশ্চিম পার্শ্বে ৪.৫০ একর জমি নিয়ে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ সালে তিনতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পর্যটন মোটেল জাফলং-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। মোটেলে মোট ০৪টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। যার মধ্যে ৩টি এসি টুইন বেড এবং ১টি এসি কাপল বেড। ভবনের দ্বিতীয় তলায় অতিথিদের জন্য ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি ডাবল বেড	০১	০১	টাঃ ২০০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	০৩	০৬	টাঃ ১৮০০.০০

(২৮) সোনা মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদ এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নবনির্মিত মোটেলটির নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর গত ১৫.০১.২০১৩ তারিখ ঠিকাদারের নিকট থেকে বুঝে নেয়া হয়। পরবর্তীতে গত ২৮.০২.২০১৩ তারিখে উচ্ছৃঙ্খল জনতা মোটেলটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। যার কারণে মোটেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে এর সংস্কার কাজ চলমান আছে। মোটেলটির নির্মাণ এবং আনুষাঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করে শীঘ্রই বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে।

(২৯) পর্যটন রেস্তোরাঁ, জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকা

মিরপুরস্থ জাতীয় চিড়িয়াখানায় ময়ুরী ও ঈগল নামক দুটি রেস্তোরাঁ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর অধীনে জুলাই ২০১৬ সাল থেকে জাতীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সাথে বাপক এর দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

(খ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লিজ চুক্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটের বিবরণ নিম্নরূপ :

(১) সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার, ঢাকা সিটি করপোরেশন সুপার মার্কেট, পরীবাগ, ঢাকা :

০১.০১.২০১৭ তারিখ হতে ১০ বছর মেয়াদী নবায়ন চুক্তি সম্পন্ন করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি বার্ষিক ৯০.০০ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ৭.৫% বর্ধিত হারে) প্রিমিয়ামে মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লিজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

(২) রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা :

২৯.০৯.২০১৪ তারিখ থেকে ০৫ বছর মেয়াদে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বারটি বার্ষিক ৭১.০৮ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে (বার্ষিক ৫% বর্ধিত হারে) মেসার্স নেস্ট নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লিজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

(৩) মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ :

০৩.০১.২০১৭ তারিখ থেকে মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বারটি বার্ষিক ২৯.১৭ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে মেসার্স সোনারগাঁও ট্যুরিজম নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লিজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

(৪) বগুড়া বার, পর্যটন মোটেল, বগুড়া :

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন মোটেল, বগুড়া চত্বরে ০.০৫৬৫ একর জমির উপর নব-নির্মিত প্রায় ৪৫০ বর্গফুট ভবনে বারটি অবস্থিত। বারটি ২৫-৩০ আসনবিশিষ্ট। বারটি গত ২৬.০৬.২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক মেসার্স ট্রেন্ডসেটারস্ নামীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট বার্ষিক ৩৫.৫০ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ৭.৫% বর্ধিত হারে) প্রিমিয়ামে ০৫ বছর মেয়াদে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লিজ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ভাটিয়ারী গলফ্ বার, চট্টগ্রাম :

ভাটিয়ারী গলফ্ এন্ড কান্ট্রি ক্লাব কর্তৃপক্ষের নিজস্ব স্থাপনায় ভাটিয়ারী গলফ্ বারটি বার্ষিক ৭০,০০০.০০ টাকা প্রিমিয়ামে ০১.০৫.২০০০ তারিখ থেকে প্রতি ০২ বছর পর পর নবায়ন সাপেক্ষে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লিজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

(৬) ফয়'স লেক, চট্টগ্রাম :

অত্যাধুনিক পর্যটন সুবিধাদি সম্বলিত একটি উন্নতমানের পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন পর্যটক আকর্ষণীয় এ স্থানটিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ-এর মধ্যে ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক ০৮.০৯.২০০৫ তারিখ থেকে ৫০ বছর মেয়াদে বার্ষিক ২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে ও বার্ষিক টার্ণওভার এর ২ঃ১ (২ ভাগ রেলওয়ে ও ১ ভাগ পর্যটন করপোরেশন) নির্ধারণ করে চুক্তি অনুযায়ী মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকাটি দেশের একটি অন্যতম পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে।

(৭) রেস্তোরাঁ ও বার, মোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম :

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকত চত্বরে ২০৪১.৮১ বর্গফুট জমির উপর ৩৫ আসনের রেস্তোরাঁ ও বারটি নির্মাণ করা হয়েছে। রেস্তোরাঁ ও বারটি ১৭.১১.২০১৭ তারিখে মেসার্স সুবর্ণা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট বার্ষিক ৪৬.৬০ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ৭.৫% হারে বৃদ্ধিযোগ্য) প্রিমিয়ামে ০৫ বছরের মেয়াদে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীনে লিজ নবায়ন চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

(৮) পর্যটন সুইমিং পুল, কক্সবাজার :

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর হোটেল শৈবাল সংলগ্ন সুইমিং পুলটি ০১.০১.২০০৮ তারিখে মেসার্স এলিট একুয়াকালচার লিঃ-এর নিকট বার্ষিক ৭.১১ লক্ষ (বার্ষিক ২.৫% হারে বৃদ্ধিযোগ্য) প্রিমিয়ামে ১৫ বছরের জন্য বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

(৯) চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক, সিলেট :

পর্যটন মোটেল সিলেট সংলগ্ন ১৩ একর খালি জমিতে বিওটি পদ্ধতিতে চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে মেসার্স সিলেট শিশু পার্ক নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৬/০১/২০০৩ তারিখে ১৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি ২০টি রাইড স্থাপনপূর্বক প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে বার্ষিক প্রিমিয়াম হিসাবে ৫.০০ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ২% চক্র বৃদ্ধি হারে) এবং বার্ষিক টার্নওভার হিসেবে ২৪.০০ লক্ষ টাকা সমান চারটি কিস্তিতে পরিশোধ করছে।

(১০) গলফ্ বার, হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার :

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর হোটেল শৈবাল-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে গলফার্সদের সুবিধার্থে আধুনিক গলফ্ বারটি নির্মাণ করা হয়েছে। গলফ্ বারটি কক্সবাজারে আগত পর্যটকদের চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ১০/১১/২০১৫ তারিখে বারটি বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক ৬৭.০৪ লক্ষ (বার্ষিক ২.৫% হারে চক্রবৃদ্ধিতে) টাকায় লীজ চুক্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে মেসার্স ফিমা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি নবায়নপূর্বক পরিচালিত হচ্ছে।

(১১) মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলা :

বাপক-এর মালিকানাধীন হোটেল পশুর, মংলা চত্বরে নব নির্মিত বারটি মেসার্স মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক প্রিমিয়াম ১২.২০ লক্ষ টাকায় (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) ০৫ বছরের জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য গত ০৪/০২/২০১৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

(১২) সিলেট বার, সিলেট পর্যটন মোটেল :

সিলেট পর্যটন মোটেল চত্বরে নব নির্মিত বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মেসার্স এস এ এস ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক ২১,০০,৫০০/= টাকায় (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) ০৫ বছরের জন্য গত ০১/০৯/২০১৫ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করে হস্তান্তর করা হয়।

(১৩) রাজশাহী বার, পর্যটন মোটেল, রাজশাহী :

রাজশাহী মোটেল সংলগ্ন রাজশাহী বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার নিমিত্ত মেসার্স ট্র্যান্ডস্যাটারস নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক প্রিমিয়াম ১৫,৫০,০০০/- টাকায় আগামী ০৫ বছরের জন্য (বার্ষিক ৭.৫% বৃদ্ধিতে) লীজ চুক্তি স্বাক্ষর করে গত ০১/০৫/২০১৬ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিকল্পনা শাখার কার্যক্রমসমূহ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পর্যটন খাতে বরাদ্দ ৬১৬৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত চলতি প্রকল্প :

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল	অগ্রগতি
১	আগারগাঁওস্থ শেরে বাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ। প্রকল্প ব্যয়: ৬২৮১.৬৮ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৯	প্রকল্পের কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে বেজমেন্টসহ ১৫ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্মন্ন হয়েছে। ভবনের ফেয়ার ফেস কংক্রীট, ব্রীক ওয়ার্ক এবং প্লাস্টারের কাজ চলছে। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মোট কাজের অগ্রগতি ৪৫%।
২	চট্টগ্রামস্থ পারকিতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন। প্রকল্প ব্যয়-৬২১১.৩৭ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯	ড্রইং, ডিজাইন চূড়ান্ত হয়েছে। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মোট কাজের অগ্রগতি ২৪%।
৩	পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে সুবিধাদি প্রবর্তন। প্রকল্প ব্যয়: ৪৯৬৭.৮১ লক্ষ টাকা বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ১৭- জুন ২০২০।	প্রকল্পের আওতায় ০৪টি ট্যুরিস্ট কোচ এবং ০৪টি মাইক্রোবাস সংগ্রহ করা হয়েছে। সংস্থার ১০টি বাণিজ্যিক স্থাপনায় মেরামত সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাণিজ্যিক ইউনিটে আইপি ক্যামেরা ও সফট্‌মিউজিক সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল সাইনেজ কাজ চলমান রয়েছে। কয়েকটি আকর্ষণীয় স্থানে নূন্যতম পর্যটন সুবিধা সৃষ্টির এবং শালনায় কটেজ নির্মাণ, সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ, বাগেরহাটে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ ও নারায়নগঞ্জের বারদিতে জ্যোতি বসুর পৈত্রিক নিবাস স্থলে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মোট কাজের অগ্রগতি ৫৭%।
৪	জাতীয় হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) এর আপগ্রেডেশন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ ক্ষতিগ্রস্থ সোনা মসজিদ পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন। প্রকল্প ব্যয়: ১৪৬৯.২৩ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০১৯।	চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ ক্ষতিগ্রস্থ সোনা মসজিদ পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। এনএইচটিটিআই এর ০৭টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, আসবারপত্র সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মোট কাজের অগ্রগতি ৫৮%। সংশোধিত ডিপিপি গত ০৯-০৬-২০১৯ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে সূত্রে জানা গেছে যে, প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর বিবেচনাধীন রয়েছে।
৫	বরিশাল জেলার দূর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন। প্রকল্প ব্যয়: ১৬১৮.১০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি ২০১৯- জুন ২০২০।	প্রকল্পটি ১৭-০২-২০১৯ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের এডিপিতে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না।
৬	সুন্দরবন এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ব্যয়: ২২৭.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন কাল: আগস্ট ২০১৮- জুন ২০১৯।	সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প :

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
১	বরিশাল জেলার দূর্গাসাগর এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন।	প্রকল্পটি ১৭-০২-২০১৯ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২	কক্সবাজারস্থ মোটেল প্রবাল এর জায়গায় আন্তজাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ।	ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	কক্সবাজারে হোটেল লাবন্য নির্মাণ।	ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	সুন্দরবন এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	সমীক্ষা প্রকল্পটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন ও সম্পন্ন হয়েছে।
৫	নেত্রকোণা জেলার বিরিসিরি ও খালিয়াজুরিতে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ।	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৬	প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ বরিশাল জেলা সদরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ।	ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭	কক্সবাজারস্থ খুরুসকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ পর্যটন জোন স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৮	বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংযোগ সড়ক উন্নয়ন।	ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯	দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সড়ক/মহাসড়কের পাশ্বে রেস্তোরাঁসহ ওয়েসাইড হসপিটালিটি সার্ভিস সেন্টার প্রবর্তনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১০	বাঙ্গালির ফুড কালচার বিদেশে ব্যান্ডিং করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যায়ক্রমে পর্যটন রেস্তোরাঁ স্থাপন।	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১১	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর মেরি এন্ডারসন জাহাজের আদলে নতুন জাহাজ নির্মাণ	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১২	সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন।	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৩	মংলা হতে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত ট্যুর পরিচালনার লক্ষ্যে ক্রুজ ভ্যাসেল সংগ্রহ।	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৪	ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন।	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৫	পার্বত্য জেলা সমুহের বিভিন্ন স্থানে ক্যাবল কারসহ ওয়াটার রাইডস এবং অন্যান্য বিনোদন মূলক পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের (পিপিপি) আওতায় বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ :

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
১	Development of Tourism Resort and Entertainment Village at Parjatan Holiday Complex at Cox's Bazar	কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল এর জমিতে পিপিপি এর আওতায় "Development of Tourism Resort and Entertainment Village at Parjatan Holiday Complex at Cox's Bazar" শীর্ষক প্রকল্পের REP মূল্যায়ন শেষে Orion Group- কে নির্বাচিত করা হয়েছে। Orion Group এর সাথে Negotiation সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৯-১১-২০১৭ তারিখে Preferred Bidder Orion Development Consortium-কে Letter of Award (LoA) প্রদান করা হয়েছে।

২	Establishment of International Standard Tourism Complex at Existing Motel Upal Compound of BPC at Cox's Bazar	সম্ভাব্যতা বিনিয়োগকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে ৩য় বারের মত টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।
৩	Establishment of 5-Star Hotel & Other Facilities at existing Motel Sylhet Compound of BPC at Sylhet	প্রকল্পটি ২য় বারের মত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
৪	Establishment of International Standard Hotel cum Training Centre Existing Land of BPC at Muzgunni, Khulna	প্রকল্পের Detail Feasibility Study (DFS) সম্পন্ন করার পর IFB Document তৈরি করা হয়েছে।
৫	Establishment of Star Standard Hotel at Mongla, Bagerhat.	প্রকল্পের Detail Feasibility Study (DFS) সম্পন্ন হয়েছে।

বৈদেশিক যোগাযোগ :

দেশে পর্যটন শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ইতোমধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন- জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO, SAARC, BIMSTEC, OIC, SASEC, UNESCAP, PATA) সংস্থাগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে। পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উক্ত সংস্থা কর্তৃক গত ২০১৮-২০১৯ সালে আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণসহ গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পর্যটন খাতে সরকারি অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির বিবরণ :

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	অগ্রগতি
২০১৮-১৯	৬১৬৯.০০	৩৮৪৮.৪৩	৬২.৩৯%

২০১৮ সালে বিদেশী পর্যটক আগমনের পরিসংখ্যান এবং সরকারের আয়ের পরিমাণ :

বছর	পর্যটক আগমন সংখ্যা	আয়ের পরিমান
২০১৮	২,৬৭,৭০৭ জন	২৮,৮৯৭.৫৬ লক্ষ টাকা

সূত্রঃ পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) ও বাংলাদেশ ব্যাংক

পূর্ত বিভাগ

পূর্ত বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

গত ০৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ECNEC বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পর্যটন ভবন প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদন হওয়ার পর সরকারি স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন করা হয়। নকশার আলোকে সরকারের পিডব্লিউডি বিভাগ কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর পর্যটন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের তথ্যাদি

১।	প্রকল্প মূল্য	ঃ ৬২৮১.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি-৫৬৫৩.৫৩ লক্ষ + নিজস্ব অর্থ-৬২৮.১৫ লক্ষ)।
২।	জমির পরিমাণ	ঃ ২০ (বিশ) কাঠা (০.৩৩ একর)।
৩।	চুক্তি মূল্য	ঃ ৪৩,৯৭,০০,৬৬০.০০ টাকা (Internal Sanitary & water supply, Electrification, Compound Road)।
৪।	প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০ইং।
৫।	সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন	ঃ ০৯/০৮/২০১৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।
৬।	বিনিয়োগকারী মন্ত্রণালয়	ঃ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
৭।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (পিডব্লিউডি কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে)।
৮।	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ ০৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত ECNEC বৈঠকে, আদেশ জারী হয় ৫/০৯/২০১৭ খ্রিঃ।
৯।	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	ঃ ০৫/১১/২০১৭ খ্রিঃ।
১০।	NOA প্রদানের সূত্র ও তাং	ঃ সূত্র বি-৩/ডব্লিউ-১৯৮/৩২০ তারিখ ০৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ ।
১১।	নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	ঃ ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড।
১২।	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	ঃ নং–২৯/৮ (নিঃপ্রঃ–৩)/২০১৭-২০১৮ তারিখ-২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ।
১৩।	সাইট হস্তান্তর ও কাজ শুরুর তারিখ	ঃ ০৭/০২/২০১৮ খ্রিঃ।
১৪।	শোর পাইল স্থাপন	ঃ ০৭/০২/২০১৮ হতে চলছে (মোট সোর পাইল-১৬১টি), সম্পন্নের তাং ১১/০৪/২০১৮।
১৫।	কাজ সম্পাদনের নির্ধারিত সময় (দরপত্র অনুযায়ী)	ঃ ২৪(চব্বিশ) মাস -০৫/০২/২০২০ খ্রিঃ।
১৬।	ভবনের বর্ণনা	ঃ ক) ২টি বেজমেন্ট ও ১৩ তলা ভবন, মোট আয়তন=১১৮১৪.০০ বঃমিঃ /১,২৭,১৬৫.০০বর্গফুট (Ref: Approved DPP)। খ) গাড়ী পার্কিং এর সংখ্যা-৩৮টি। গ) সেমিনার হলের সিটের সংখ্যা-৩৩৫টি। ঘ) লিফটের সংখ্যা-৩টি।
১৭।	এ পর্যন্ত ব্যয়	ঃ ৩২,০০,০০,০০০.০০ টাকা
১৮।	কাজের অগ্রগতি	ঃ ৬০%

নির্মিয়মান পর্যটন ভবনের নকশা (এক পাশের ভিউ)

নির্মিয়মান পর্যটন ভবনের নকশা (অন্য পাশের ভিউ)

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের ২০১৮-২০১৯ (অনিরীক্ষিত) অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন, বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে ১.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে ১.২৫ লক্ষ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র সংস্থা সৃষ্টি লগ্নে ছোট ছোট ৬ টি ইউনিট নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে । যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪৬ টিতে উন্নীত হয়েছে।

১। গত ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরে সংস্থার করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি) :

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	করপূর্ব মুনাফা/(ক্ষতি)
২০১৪-১৫	২৪৯.০৮
২০১৫-১৬	১০৭.০১
২০১৬-১৭	-৩৮৫.০৯
২০১৭-১৮	১০৮.৭৪
২০১৮-১৯	-৯.১০

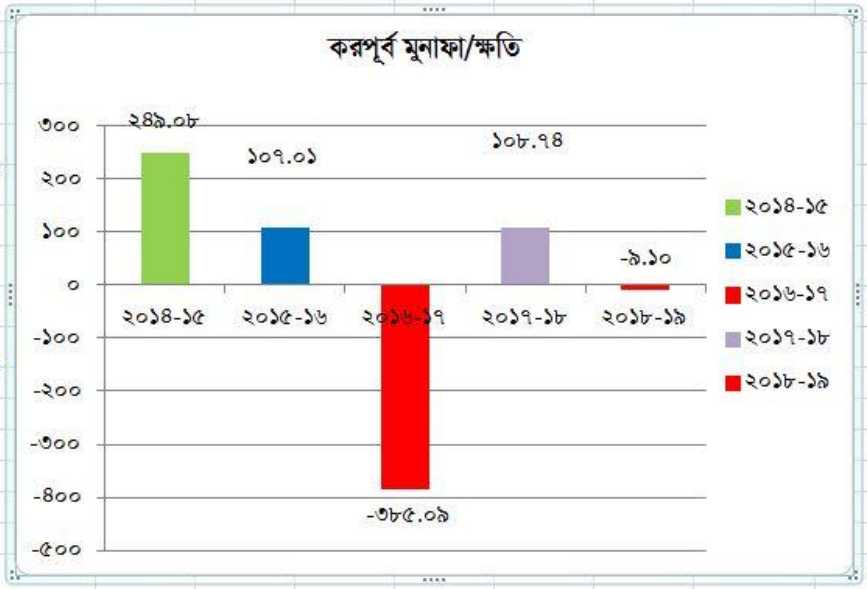

২। সংস্থার ০৫ (পাঁচ) অর্থ বছরের মোট আয়ের বিবরণ :

কর্তৃপক্ষের দক্ষ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার সুবাদে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির ফলে সংস্থার রাজস্ব আয় প্রতি বছর উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের সংস্থার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৭২৬২.২৭ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭৯৫০.৪৬ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১০০৪৭.৩০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১১৩৭৩.২৫ লক্ষ টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে (অনিরীক্ষিত) ১১২৮৬.২৮ লক্ষ টাকা আয় করেছে। যার একটি তুলনামূলক বিবরণী বারচিত্রে উপস্থাপিত হলো :

(লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	আয়
২০১৪-১৫	৭২৬২.২৭
২০১৫-১৬	৭৯৫০.৪৬
২০১৬-১৭	১০০৪৭.৩০
২০১৭-১৮	১১৩৭৩.২৫
২০১৮-১৯	১১২৮৬.২৮

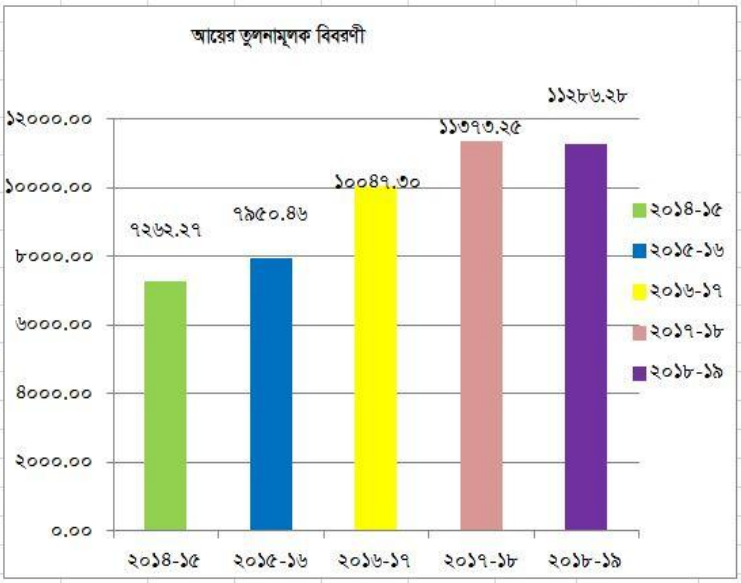

৩। সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ :

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/নবায়নের জন্য ১২৩৪.২১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭১২.৭১ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৪৬৪.৬১ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগ করা হয়েছে ১৬৭.২৭ লক্ষ টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের (অনিরীক্ষিত) বিনিয়োগ করা হয়েছে ১৭৪.৮৫ লক্ষ টাকা । নিম্নে উল্লেখিত অর্থ বছরে বিনিয়োগের তুলনামূলক বিবরণী বার চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো :-

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	বিনিয়োগের পরিমাণ
২০১৪-১৫	১২৩৪.২১
২০১৫-১৬	৭১২.৭১
২০১৬-১৭	৪৪৬৪.৬১
২০১৭-১৮	১৬৭.২৭
২০১৮-১৯	১৭৪.৮৫

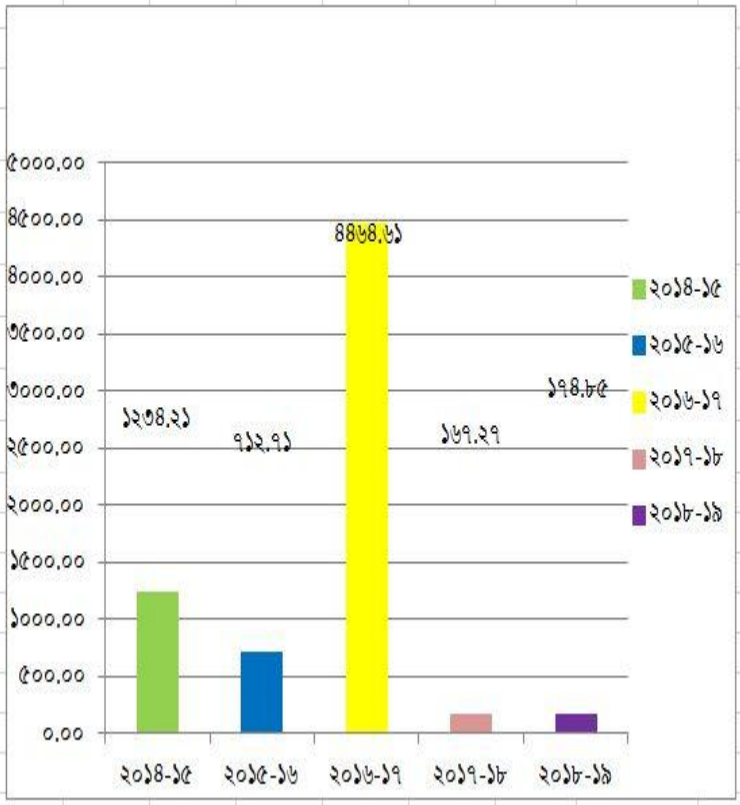

৪। নিজস্ব তহবিল থেকে সংস্কার/মেরামত :

২০১৮-১৯ অর্থ বছওে (অনিরীক্ষিত) অত্র সংস্থা নিজস্ব ব্যয়ে প্রধান কর্যালয় ও বাণিজ্যিক ইউনিটসমুহের অবকাঠামো সংস্কার করে বাণিজ্যিক স্থাপনার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মেরামত ও সংস্কার কাজে অত্র সংস্থা ১৭৬.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব অর্থে সংস্কারকৃত ইউনিটসমুহের ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপ ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	টাকা
০১	হোটেল মধুমতি, টুঙ্গিপাড়া	১.০১
০২	ডিএফও	২০.০০
০৩	হোটেল অবকাশ	১২.০০
০৪	হোটেল নেটং, টেকনাফ	৬.৪৫
০৫	হোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম	১৪.৩৯
০৬	রাঙ্গামাটি মোটেল	১১.৫৫
০৭	হলিডে কমপ্লেক্স কক্সবাজার	৫৫.৯৯
০৮	রাজশাহী মোটেল	৪.২৬
০৯	অন্যান্য সকল ইউনিট	৫১.০০
	মোট =	১৭৬.৬৫

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	টাকা
১	প্রধান কার্যালয়	৫৬.৮৪
২	ডিএফও	১৫.৫১
৩	হোটেল অবকাশ	২১.৭১
৪	রাংগামাটি মোটেল(ঝুলন্ত ব্রীজ)	৩.২৬
৫	হোটেল সৈকত	৮.৮৯
৬	ভ্রমণ ইউনিট	০.১৭
৭	হোটেল শৈবাল	৭.৩৬
৮	দিনাজপুর মোটেল	২.৬৯
৯	অন্যান্য ইউনিট	৫৮.৫৬
	মোট =	১৭৪.৯৯

৫। সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা : টাকা- ৯২১.০৬ লক্ষ টাকা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অত্র সংস্থা তার নিজস্ব আয় থেকে সকল প্রকার রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করার পর সরকারি পাওনা বাবদ আয়কর, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও ভ্যাট খাতে সরকারি কোষাগারে মোট ৯২১.০৬ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। এগুলোর একটি বিবরণ পাই চিত্রে উপস্থাপিত হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

হিসাবের খাত	পরিশোধ
আয়কর	১১৭.৩২
লভ্যাংশ	২৫.০০
ডিএসএল	২০.০০
ভ্যাট	৭৫৮.৭৪
মোট	৯২১.০৬

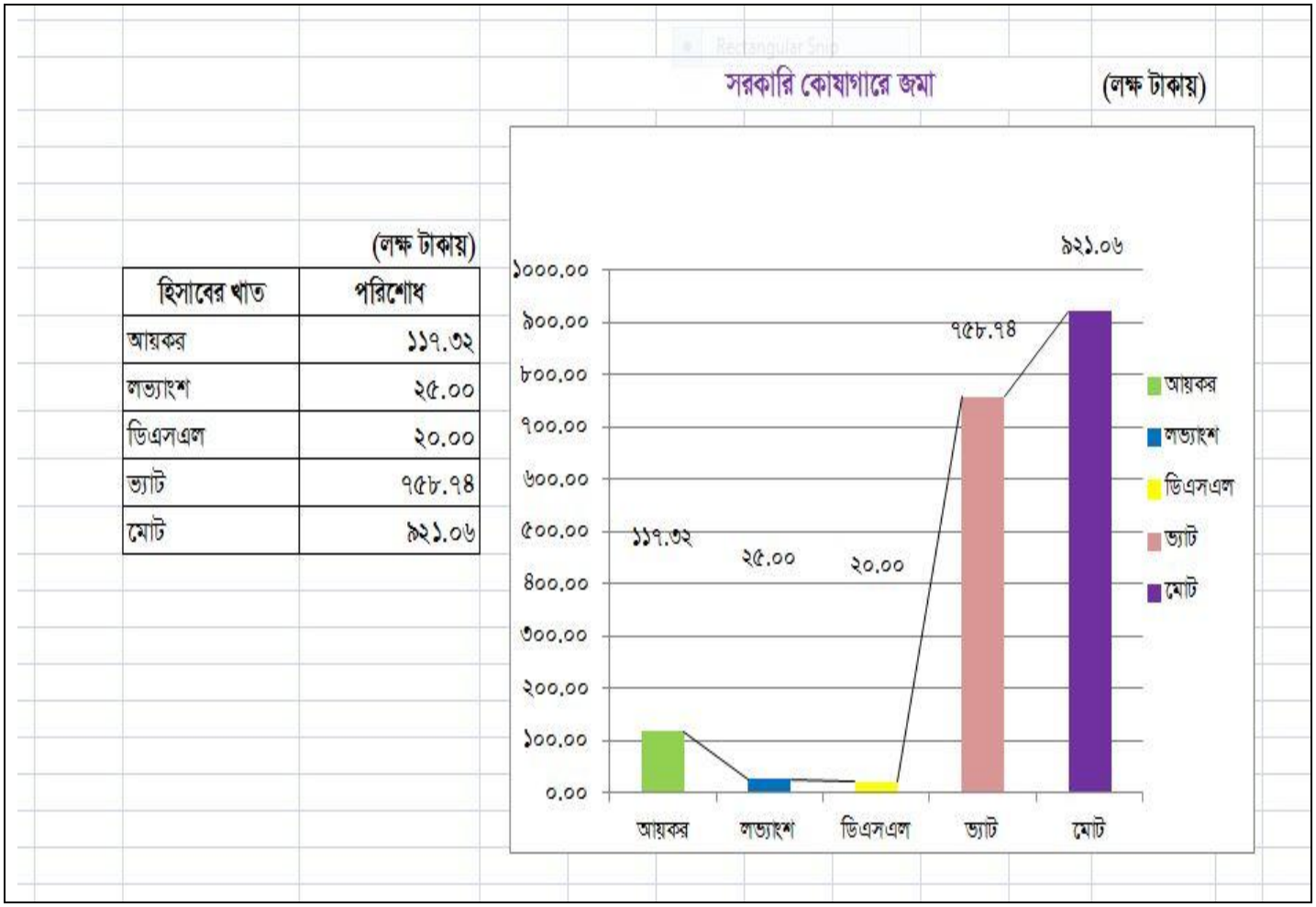

৬। সরকারি অনুদান :

২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে বাপক সরকারের নিকট থেকে সম্ভাবনাময় স্থানসমুহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, চলমান প্রকল্পের জন্য এডিপিতে ৬১৬৯.০০ লক্ষ বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ছাড় করা হয়েছে ৪৩৪৬.৬৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে = ৩৮৪৮.৪৪ লক্ষ টাকা। বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে প্রাপ্ত সরকারি অনুদানের একটি তুলনা বারচিত্র উপস্থাপন করা হলো :-

সরকারি অনুদান (এডিপি) (লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	প্রাপ্ত অনুদান
২০১৪-১৫	২০৭৪.৪২
২০১৫-১৬	৫৪১.১৯
২০১৬-১৭	১৪৯.৮১
২০১৭-১৮	৩৩৬২.২৯
২০১৮-১৯	৩৮৪৮.৪৪

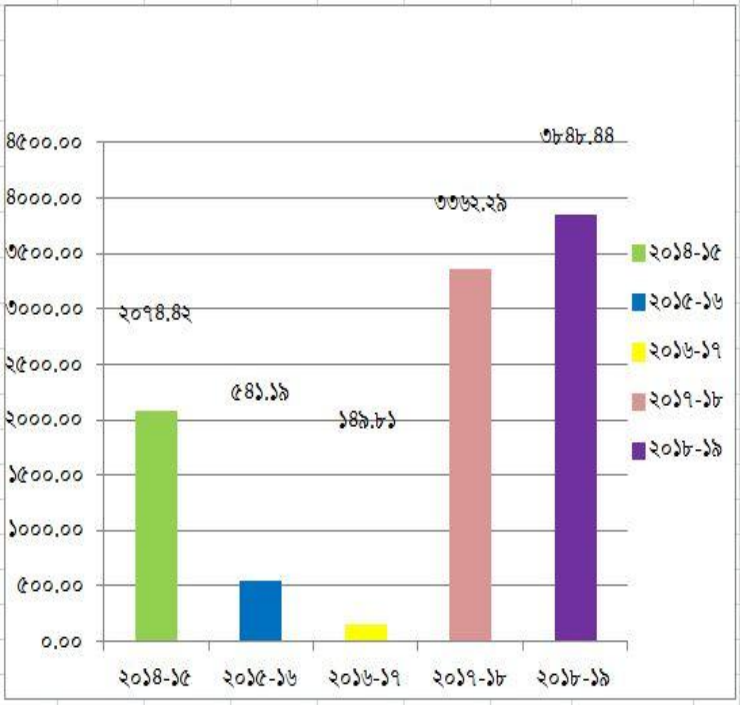

৭। অবসরভাতা আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল :

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ১৭ (সতের) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আনুতোষিক বাবদ ৬৮৪.৮৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন প্রথা চালুর পর এ পর্যন্ত মোট ২৮৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবসরভাতা, আনুতোষিক ও উৎসব বোনাস বাবদ সর্বমোট প্রায় ৬৬০৮.৬৮ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্ এর কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট শুল্কমুক্ত সুবিধায় পণ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর হতে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে শুল্কমুক্ত বিপণী পরিচালনা করে আসছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট লাউঞ্জে বিদেশগামী ও আগত পর্যটকদের জন্য ৩টি শুল্কমুক্ত বিপণী, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন লাউঞ্জে ২টি এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন লাউঞ্জে ২টি শুল্কমুক্ত বিপণীসহ মোট ৭টি শুল্কমুক্ত বিপণী পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া শুল্কমুক্ত পণ্য সেবার পাশাপাশি পর্যটকদের জলযোগসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ২টি স্ন্যাকস কর্ণার, ১টি পর্যটন সুইটস কর্ণার, ২টি আন্তর্জাতিকমানের কফি সপ এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ৩টি স্ন্যাকস কর্ণার পরিচালনা করছে। এছাড়া ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ শুল্কমুক্ত বিপণী আগমন-কে আন্তর্জাতিকমানের সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে।

১.১ ডিএফও কর্তৃক পরিচালিত ডিউটি ফ্রি শপ ও স্ন্যাকস/ কর্ণারসমূহ :

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।

ডিউটি ফ্রি শপ, আগমনী লাউঞ্জ, ঢাকা।
ডিউটি ফ্রি শপ, বহির্গমন লাউঞ্জ, ঢাকা।
ডিউটি ফ্রি শপ, ট্রানজিট লাউঞ্জ, ঢাকা।
স্ন্যাকস কর্ণার, বহির্গমন লাউঞ্জ, ঢাকা।
পর্যটন সুইটমিট কর্ণার, বহির্গমন লাউঞ্জ, ঢাকা।
ড্রিংকস কর্ণার, ট্রানজিট লাউঞ্জ, ঢাকা।
পর্যটন কপি সপ, বহির্গমন লাউঞ্জ, ঢাকা।
পর্যটন কপি সপ, আগমন লাউঞ্জ, ঢাকা।

শুল্কমুক্ত বিপণী (আগমনী লাউঞ্জ)

শুল্কমুক্ত বিপণী (বহির্গমন লাউঞ্জ)

শুল্কমুক্ত বিপণী (ট্রানজিট লাউঞ্জ)

কফি সপ (বহির্গমন লাউঞ্জ)

ড্রিংক্স কর্ণার (ট্রানজিট লাউঞ্জ)

ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

ডিউটি ফ্রি শপ, আগমনী লাউঞ্জ, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

ডিউটি ফ্রি শপ, বহির্গমন লাউঞ্জ, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

ডিউটি ফ্রি সপ আগমনী লাউঞ্জ, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

ডিউটি ফ্রি শপ, বহির্গমন লাউঞ্জ, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

স্ন্যাকস কর্ণার, বহির্গমন লাউঞ্জ, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

স্ন্যাকস কর্ণার, আগমনী লাউঞ্জ, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

স্ন্যাকস কর্ণার, পার্কিং এলাকা, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।

১.২ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উক্ত বিপণীসমূহ হতে দেশি-বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। শুল্কমুক্ত বিপণীগুলোতে বিদেশি ব্রান্ডের সিগারেট, মদ জাতীয় পানীয়, প্রসাধন সামগ্রী ও খাদ্য সামগ্রীসহ দেশীয় তৈরী সিল্ক, ঐতিহ্যবাহী জামদানী, কাতান, টাংগাইল সুতী শাড়ী, নকশী বস্ত্রজাত সামগ্রী, পিতল, বাঁশ, চামড়া, বেতের হস্তশিল্পজাত সামগ্রী, পাটজাত সামগ্রী ও বিভিন্ন রপ্তানীযোগ্য দেশীয় পণ্য ক্রেতা সাধারণের নিকট বিক্রয় করে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

নিম্নে বিগত চার অর্থ বছরের আয়-ব্যয় এবং লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিবরণী প্রদত্ত হলো :-

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	অপারেটিং খরচ	অপারেটিং লাভ/ক্ষতি	অবচয়	মোট ব্যয়	করপূর্ব লাভ/ক্ষতি
২০১৫-১৬	৩৪০৩.৩২	২৬০২.৮২	৮০০.৫০	১১.৫২	২৬১৪.৩৪	৭৮৮.৯৮
২০১৬-১৭	৩৮৮৮.৭৬	২৮৯৬.৪৬	৯৯২.৩০	১৫.৫৪	২৯১২.০০	৯৭৬.৭৬
২০১৭-১৮	৪৪৮৫.০৪	৩১৯১.৭৮	১২৯৩.২৬	১৯.৪৪	৩২১১.২২	১২৭৩.৮২
২০১৮-১৯	৩৪৩৩.৬৭	২৫৯৩.৮২	৮৩৯.৮৫	১৯.৪৪	২৬১৩.২৬	৮২০.৪১
মোট ==>>	**১৫২১০.৭৯**	**১১২৮৪.৮৮**	**৩৯২৫.৯১**	**৬৫.৯৪**	**১১৩৫০.৮২**	**৩৮৫৯.৯৭**

বিগত চার অর্থ বছরের লাভ-ক্ষতি চার্টের মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো (লক্ষ টাকায়):

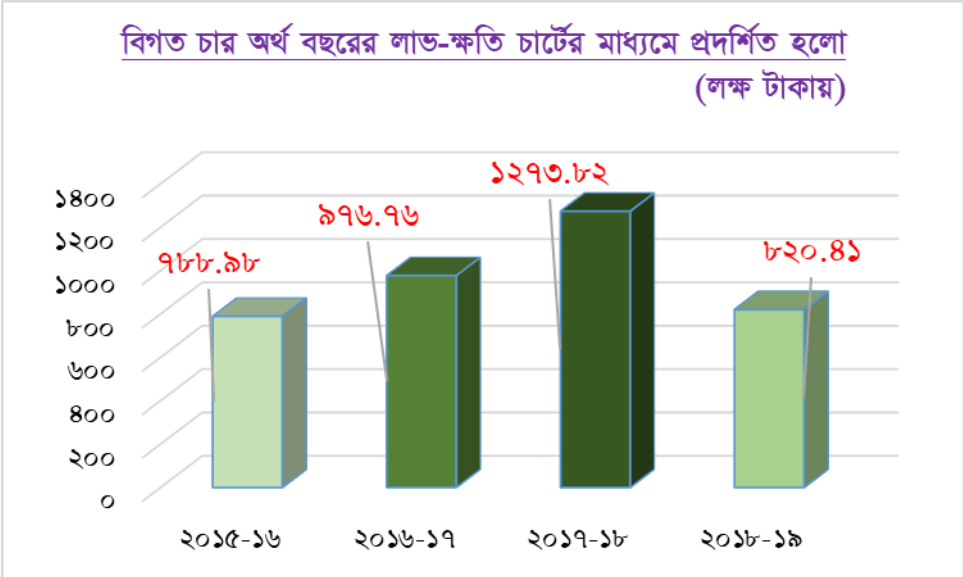

বর্ণিত আয়-ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহের গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে করপূর্ব মুনাফা হয়েছিল ১০৭৬.৭৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে করপূর্ব মুনাফা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৭৩.৮৪ লক্ষ টাকা হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অধীনে ১৯৭৮ সাল থেকে শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে এ বছর সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মহাব্যবস্থাপক (ডিএফও)-সহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে আয় বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৫টি নতুন বেসরকারি শুল্কমুক্ত বিপণী চালু হওয়ায় এবং সেই সাথে বিপণীসমূহের ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। কিন্তু বাপক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকি, আমদানীকৃত পণ্যসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণে যথার্থ কৌশল অবলম্বন করার ফলে এবং স্থানীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত রেখে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন এবং সময় উপযোগী ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের কারণেই ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতা সন্তুষ্টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শুল্কমুক্ত পণ্যের বিক্রয় কার্যক্রমের গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহ বা ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি লাভজনক ইউনিট। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে অবস্থিত শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহের আয় এই সংস্থার মোট আয়ের উল্লেখযোগ্য প্রধান উৎস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ম্যান্ডেট অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে, সেবার মান বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এবং সিলেটে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহে অটোমেশন পদ্ধতিতে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সুষ্ঠু তদারকি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতি মধ্যেই আইপি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিক্রয় পদ্ধতি সংযোজনের ফলে সম্মানিত যাত্রীগণ নির্ধারিত মূল্যে পছন্দের পণ্য ক্রয় করতে পারছেন। পাশাপাশি সংস্থার আয় বৃদ্ধিসহ সেবার মান উন্নত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে এনএইচটিটিআই-এর কার্যক্রমসমূহ

প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিবরণঃ

এন এইচ টি টি আই হতে নিম্নে বর্ণিত কোর্সসমূহ নিয়মিতভাবে দুই শিফ্টে (সকাল ও বিকাল) পরিচালনা করা হচ্ছেঃ-

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদকাল
১	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট	২ বছর
২	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
৩	ডিপ্লোমা ইন কালিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট (শুধুমাত্র শুক্র ও শনিবার)	১ বছর
৪	প্রফেশনাল শেফ কোর্স	১ বছর
৫	প্রফেশনাল বেকিং কোর্স	১০ মাস
৬	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রন্ট অফিস এ্যান্ড সেক্রেটেরিয়াল অপারেশন্স	১৮ সপ্তাহ
৭	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
৮	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস	১৮ সপ্তাহ
৯	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন হাউজ কিপিং এ্যান্ড লন্ড্রী অপারেশন্স	১৮ সপ্তাহ
১০	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেকারী এ্যান্ড পেষ্ট্রি প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
১১	ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্স ইন ট্যুর গাইড এ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্সি অপারেশন্স	১৮ সপ্তাহ
১২	স্পেশাল ফাস্টফুড, স্ন্যাক্স এন্ড ডেজার্ট বেকারী কোর্সে (শুধুমাত্র শুক্র ও শনিবার)	৫ সপ্তাহ
১৩	ফুড হাইজিন এ্যান্ড স্যানিটেশন	৩ সপ্তাহ
১৪	টিন শেফ কোর্স	৩ সপ্তাহ

সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন ২০১৮-২০১৯

১৭/০৭/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

০১. এনসিসি স্বল্পমেয়াদী ৬টি বিষয়ে, ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন কালিনারী আর্টস এ্যান্ড ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল শেফ, প্রফেশনাল বেকিং, স্পেশাল বেকিং, টিন সেফ সহ প্রায় ২,১৯০ (দুই হাজার একশত নব্বই) জন প্রশিক্ষণার্থীদের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণার্থীরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট সফলতার সাথে শেষে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে কর্মে নিয়োজিত আছে।

০২. দেশের অন্যতম সেরা পাঁচ তারকা হোটেল Le Meridien Dhaka, Pan Pacific Sonargaon, Intercontinentel Dhaka, Hotel Six Season, Hotel Amari, Ocean Paradise, Royal Tulip, Radisson Blu Water Garden, Hotel The Westin Dhaka, Grand Sultan, Hotel Olives, Hotel Four Points by Sheraton সহ বিভিন্ন হোটেল/মোটেল ও রেস্তোরাঁয় ০৩(তিন) হাজার প্রশিক্ষণার্থী চাকুরিরত আছে যারা সেখানে সুনামের সাথে কাজ করছে।

০৩. ফুড হাইজিন এ্যান্ড সেনিটেশন কোর্স এ ২৩০ (দুই শত ত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

০৪. স্পেশাল ফাস্টফুড, স্ন্যাক্স এন্ড ডেজার্ট কোর্স (শুধুমাত্র শুক্র ও শনিবার) মোট ১৭ (সতের) জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

০৫. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী এর ৩৮ (আটত্রিশ) জন ওয়েটারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৬. প্লানিং কমিশন (এফ বি পি) ০৬ (ছয়) জন কুককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

০৭. চাইনিজ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ট্রানসেন্ড বাংলাদেশ ও এনএইচটিটিআই এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় (এনএইচটিটিআই- তে) প্রশিক্ষণরত দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার্থীদের সৌজন্যমূলকভাবে চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সে চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৮. নবান্ন উৎসব, চিলড্রেনস ডে প্রোগ্রাম ও রিইউনিয়ন প্রোগ্রামে লাইভ ফুড প্রদর্শনী, পিঠা প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে এনএইচটিটিআই-এর প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ করেন।

০৯. বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে সেরা স্বাদে জয় শীর্ষক ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের টিএসসিতে ৪০০ (চারশত) প্রকার খাদ্য প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এনএইচটিটিআই কর্তৃক আয়োজন।

১০. বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে এস ও এস শিশু পল্লীর ২০ জন মেধাবী শিক্ষার্থী ও পিএফডিএ-এর ২০ জন বিশেষ শিশু-কিশোরদের নিয়ে এনএইচটিটিআই-এর ট্যুর গাইডিং বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, লালবাগ কেল্লা ও জাতীয় সংসদ ভবন-কে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা এয়ার পরিভ্রমণ পরিচালনা করে ভ্রমনটি বাপক এর হোটেল অবকাশ মহাখালী থেকে রওনা হয় । পরিভ্রমনটি উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ও বর্তমান মন্ত্রী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রনালয় ।

১১. ভারতে অনুষ্ঠিত Young Chef Olympiad – এ অংশগ্রহন ও অংশগ্রহনকারী কর্তৃক বিশেষ পুরষ্কার অর্জন।

১২. পাসপোর্ট অফিসের এর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জনকে সার্ভিস এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১১ (এগার) জনকে সার্ভিস এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৪. ১৭ (সতের) বছর নিচে কিশোর-কিশোরীদের টিন সেফ কোর্স-এ ০৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৫. ঢাকা ট্রিবিউন –এর ২৪ (চব্বিশ) জন মেস ওয়েটারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৬. এনএইচটিটিআই এর ১৫০ (এক শত পঞ্চাশ) জন প্রাক্তণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে জেনারেশন এনএইচটিটিআই ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখে Launching প্রোগ্রাম এর আয়োজন করা হয়।

১৭. International Institute for Hospitality Management (IIHM) – এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

১৮. ঢাকা ও বরিশাল এ পিঠা উৎসবে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে অংশগ্রহন।

১৯. বিএমইটির সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের অধীনে ২০ (বিশ) জনকে সিলেট - এ ভ্রমণ পরিচালনা, ম্যানার ও এটিকেট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২০. গোয়াইন ঘাট উপজেলা, সিলেট-এর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত রাতারগুলের স্থানীয় ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জনের গাইড প্রশিক্ষণ ।

২১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নীলক্ষেত, শাহবাগ ও সাইন্সল্যাব এলাকায় “স্বাস্থ্য সম্মত খাবার সুস্থ প্রজন্ম” শীর্ষক গণসচেতনতা মূলক প্রচারাভিযান, ওয়ার্কশপ ও প্রদর্শনী পরিচালনা।

২২. ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে IELTS প্রশিক্ষণ যৌথ ভাবে এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ।

২৩. ২০১৮- ২০১৯ এ ৩ বার ফুড সেফটি এন্ড হাইজিন প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ফুড সেফটি ও হাইজিন কার্ণিভাল-এর আয়োজন করা হয়।

২৪. ট্র্যাভেল এজেন্সী ও ট্যুর গাইডিং প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে দুইবার শিক্ষাসফর এবং ফ্রন্ট অফিস প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে হোটেল লে - মেরিডিয়ান ও র‍্যাডিসন হোটেল ইন্ডাষ্ট্রি ভিজিট সম্পন্ন করা।

২৫. ট্র্যাভেল এজেন্সী ও ট্যুর গাইডিং প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ২ বার ঢাকা নগর পরিভ্রমণ এবং কক্সবাজারে শিক্ষা সফর আয়োজন।

২৬. সেরা রন্ধন শিল্পী প্রতিযোগীতায় এনএইচটিটিআই এর কারিগরী পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ। এনএইচটিটিআই এর ০৩ (তিন) জন প্রতিযোগী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন, সিদ্দিকা কবীরস রেসিপি পুরস্কার সহ ।

২৭. International Chefs’ Day উপলক্ষে ২০ অক্টোবর ২০১৮ এনএইচটিটিআই Chefs Chain, Standing on the Street Celebration, ফুড কার্ণিভাল শেফ কোর্স-এর শিক্ষার্থী ও হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির অতিথীদের নিয়ে আয়োজন।

২৮. World Skill Competition –এ এনএসডিসি কর্তৃক টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হিসেবে ফুড এন্ড বেভারেজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে মনোনয়ন (খন্দকার সাজ্জাদুল গনি)।

২৯. বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নিয়োজিত ১৮ জন মেসওয়েটারকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩০. বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের World Manner, Etiquette & Hygiene বিষয়ে ১০ (দশ) জনকে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩১. স্কয়ার গ্রুপের ৩০ জন কর্মচারীদের ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩২. শর্ট কোর্স ইন ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস ফর দি ষ্টুয়ার্ড অব বাংলাদেশ নেভির ১৫ (পনের) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। এছাড়াও বাংলাদেশ নেভীর হাউস কিপিং এর উপর ২০ (বিশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩৩. সেনাসদর এজি শাখা পিএ পরিদপ্তর (এসটিএমকে সেল) ঢাকা সেনানিবাস এর কুয়েতগামী মোট ৬০ (ষাট) জন মেসওয়েটারদের ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩৪. কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকায় কর্মরত ১০ (দশ) জন ফুড সার্ভিস কর্মচারীদের ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩৫. Short Course in Food & Beverage Service for Rural Development & Co-Operative Devision এর ৪০ (চল্লিশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩৬. Short Course in Food & Beverage Service for Railway এর ২৬ (ছাব্বিশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩৭. Special Short Course for the newly appointed employees of MOPA in Food & Beverage Service এ ১৭ (সতের) জনকে ০৫(পাঁচ) দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩৮. বঙ্গভবন, গনভবন ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস শাখার প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষকদের অংশগ্রহণ ও সফলভাবে সেবা প্রদান।

৩৯. Short Course in Food & Beverage Service for RAOWA Resturant Staff ১০ (দশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

এনএইচটিটিআই এর বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের জুলাই ২০১৮ থেকে মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১১ (এগার) মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

লক্ষ টাকায়

অর্থ বৎসর	আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	মোট আয়	মোট ব্যয়	অপারেটিং লাভ	অবচয়	সর্বমোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা
জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত	৬৪২.০০	৫৭২.১৯	৩৯৭.৯৩	১৭৪.২৬	৫.৫০	৪০৩.৪৩	১৬৮.৭৬

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ২০১৮-২০১৯

সাল ২০১৮ - ২০১৯		
কোর্স	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্সসমূহ	১৮	৯২১
১ ও ২ বছর মেয়াদী কোর্সসমূহ	০৫	৩০৩
স্বল্পমেয়াদী কোর্সসমূহ	২৪	৯৬৬
মোট	৪৭	২,১৯০

পরিশিষ্ট - ক

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের বর্তমান অবস্থা :

ক. মোট বাণিজ্যিক স্থাপনার সংখ্যা	:	৪৩টি
খ. সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হোটেল- মোটেল, রেস্তোরাঁর সংখ্যা	:	৩০টি
গ. ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে পরিচালিত হোটেল- মোটেল, রেস্তোরাঁ ও বারের সংখ্যা (হোটেল/মোটেল/রেস্তোরাঁ - ১টি, বার - ১০টি এবং অন্যান্য স্থাপনা ৪টি)	:	১৩টি
ঘ. মোট আবাসিক শয্যা সংখ্যা	:	১৫৬০টি
ঙ. মোট রেস্তোরাঁ আসন সংখ্যা	:	১৯৯২টি

সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ইউনিটসমূহ :

১॥ ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।

২॥ হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা। (ক) ক্যাটারিং সার্ভিস, সোনারবাংলা এক্সপ্রেস, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(খ) স্ন্যাকস কর্ণার, পানাম সিটি, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

৩॥ ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্, মহাখালী, ঢাকা।

- শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঃ **ডিউটি ফ্রি সপস্ ঃ** (ক)বহির্গমন লাউঞ্জ (খ) আগমন লাউঞ্জ (গ) ট্রানজিট লাউঞ্জ।
  স্ন্যাক্স কর্ণার ঃ(ক) বহির্গমন লাউঞ্জ (খ) ট্রানজিট লাউঞ্জ।
- শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঃ ডিউটি ফ্রি সপস্ ঃ(ক) বহির্গমন লাউঞ্জ (খ) আগমন লাউঞ্জ।
  স্ন্যাক্স কর্ণার ঃ(ক) বহির্গমন লাউঞ্জ (ক) ডমেস্টিক লাউঞ্জ (খ) কার পার্কিং এরিয়া।
- ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঃ ডিউটি ফ্রি সপস্ ঃ(ক) বহির্গমন লাউঞ্জ (খ) আগমন লাউঞ্জ।

৪॥ ভ্রমণ ইউনিট, ঢাকা (ক) শালুক, পাগলা (খ) চন্দ্রা পিকনিক স্পট, গাজীপুর সদর (গ) সালনা পিকনিক স্পট, কালিয়াকৈর।

৫॥ জয় রেস্তোরাঁ, সাভার, ঢাকা।

৬॥ পর্যটন মোটেল, বগুড়া। (ক) স্ন্যাকস কর্ণার, মহাস্থানগড়, বগুড়া।

৭॥ পর্যটন মোটেল, রাজশাহী।

৮॥ পর্যটন মোটেল, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (২৮.০২.২০১৩ তারিখে উচ্ছৃংখল জনতার আক্রমণে মোটেলটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি)।

৯॥ পর্যটন মোটেল, রংপুর।

১০॥ পর্যটন মোটেল, দিনাজপুর ও কান্তজিউ মন্দির রেস্তোরাঁ।

১১॥ হোটেল সৈকত, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

১২॥ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, রাঙ্গামাটি (কটেজ ও অডিটোরিয়ামসহ)।

১৩॥ এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৪॥ পর্যটন মোটেল খাগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১৫॥ মোটেল প্রবাল, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

১৬॥ হোটেল শৈবাল (৫টি হানিমুন কটেজ ও ৫টি লাক্সারী কটেজসহ), পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

১৭॥ মোটেল উপল, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

১৮॥ মোটেল লাবণী, পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, কক্সবাজার।

১৯॥ হোটেল নেটং, টেকনাফ, কক্সবাজার।

২০॥ পর্যটন মোটেল বান্দরবান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

২১॥ পর্যটন মোটেল, সিলেট।

২২॥ পর্যটন মোটেল, জাফলং, সিলেট।

২৩॥ পর্যটন হলিডে হোমস্ ও ইয়ুথ ইন্, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী।

২৪॥ হোটেল মধুমতি, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

২৫॥ হোটেল পশুর, মংলা, বাগেরহাট।

২৬॥ পর্যটন কমপ্লেক্স, সাগরদাঁড়ি, যশোর।

২৭॥ পর্যটন মোটেল, বেনাপোল, যশোর।

২৮॥ পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর, মেহেরপুর।

২৯॥ সংসদ ভি. আই. পি. ক্যাফেটেরিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

৩০॥ পর্যটন রেস্তোরাঁ মাধবকুন্ড, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

৩১॥ ঈগল ও ময়ূরী রেস্তোরাঁ, জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকা।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইউনিট/স্থাপনাসমূহ :

১॥ সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার, ডিসিসি সুপার মার্কেট, পরীবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।
২॥ রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা।
৩॥ রেস্তোরাঁ ও বার, মোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম।
৪॥ গলফ্ বার, হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার।
৫॥ ভাটিয়ারী গলফ্ এন্ড কান্ট্রি ক্লাব বার, ভাটিয়ারী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে)।
৬॥ ফয়'স লেক এন্টারটেইনমেন্ট পার্ক, চট্টগ্রাম।
৭॥ চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক, সিলেট।
৮॥ পর্যটন সুইমিং পুল, কক্সবাজার।
৯॥ মংলা বার, হোটেল পশুর, মংলা ।
১০॥ সিলেট বার, সিলেট।
১১॥ রাজশাহী বার, পর্যটন মোটেল, রাজশাহী।
১২॥ বগুড়া বার, পর্যটন মোটেল, বগুড়া।
১৩॥ মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ।

পরিশিষ্ট - খ (অডিট আপত্তি)

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তি		সমাপণী জের	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রারম্ভিক জের (০১-০৭-২০১৮) প্রাপ্ত নতুন আপত্তির সংখ্যা (২০১৭-১৮)	৪৪৯ টি নাই ৪৪৯টি	১৩৩.৩৭ নাই ১৩৩.৩৭	----	২৭টি	৭.৬৯	৪৩২ টি	১২৫.৬৮

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর
ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা:

- কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে শেখ হাসিনা টাওয়ারসহ আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন জোন উন্নয়ন;
- সুন্দরবনের পেরী ফেরিতে পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন;
- পায়রা বন্দর এলাকায় ইকো-ট্যুরিজম জোন স্থাপন;
- মহেশখালীতে পর্যটন রিসোর্ট নির্মাণ;
- রাঙামাটিস্থ ঝুলন্ত ব্রীজ পুন:নির্মাণ;
- ময়মনসিংহ জেলায় পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত ইকো-ট্যুরিজম পর্যটন সুবিধা প্রবর্তন;
- বৃহত্তর সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, বিছানাকান্দি, রাতারগুল, দামারী হাওড়ে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন;
- চট্টগ্রামের মিরসরাই-এ বঙ্গবন্ধু পর্যটন টাওয়ার নির্মাণ;
- মংলা-সেন্টমার্টিনস ক্রুজ পরিচালনার জন্য সমুদ্রগামী ভ্যাসেল সংগ্রহ;
- সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য ক্রুজ ভ্যাসেল সংগ্রহ;
- মহাখালীতে বাপকের নিজস্ব জমিতে বঙ্গবন্ধু পর্যটন মহাবিদ্যালয় স্থাপন;
- ডলফিন/হোয়েল প্রদর্শনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;
- বিভাগীয় শহরকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলার পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান চিহ্নিত করে পর্যটন উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
- নির্মিতব্য প্রকল্পগুলোর নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে বাণিজ্যিক বিভাগের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হবে;
- প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন সেবাখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগওয়ারি পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- অধিকতর পর্যটকদের আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে অনলাইন মার্কেটিং কৌশল গ্রহণ;
- পর্যটন সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ;
- পর্যটন সেবায় বহুমাত্রিকতা সংযোজনে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে গতিশীল রাখা;
- বিভাগীয় পর্যায়ে আকর্ষণীয় পর্যটন স্পটের সচিত্র প্রকাশনা প্রস্তুত করা;
- ব্যবসায়িক সাফল্যের লক্ষ্যে ইউনিটসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি।